

ONE LINER STUDY MATERIAL FOR WBCS PRELIMS 2019



INDIAN GEOGRAPHY

Bengali Version

TRAIN
YOUR
MIND



#FIGHTBACK

WHO WE ARE:

We are a group of Young Enthusiasts, Entrepreneurs, Civil Servants, Experienced Teachers, Life Coaches, motivators who believe in encouraging you to become a great leader! We are constantly engaged to develop such a learning system where studies will be more engaging, scientific and useful. All of our online free and paid courses are sincerely and scientifically crafted in such a way that it will enable our followers to learn with fun, flexibility and feasibility.

WHY ZERO-SUM?

Because we believe encouraging and developing the leadership skill that is there in you. We believe making great leaders for our nation!

HOW WE DO IT?

By reinforcing the positive traits in personality, sharing success strategies, giving insights of the administration and making learning easy!

WHAT WE OFFER?

Online classes, video lecture series, podcasts, study material, mock test, motivation, seminars, conferences, mental toughness training, personality development course, exam strategies and so on...

Click the link below to visit

ভারতের ভূগোল

- ভারতের ভূগোলকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে পড়ব ।
ভারতের ভূগোল এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ।
- ভারতের ভূগোলে যে যে অংশ গুলো পড়ব সেই অওংশ গুলো পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলেও পড়তে হবে ।
- **ভারতের ভূগোলে আমরা পড়ব** - ভারতের অবস্থান,ভারতের প্রতিবেশী দেশ,ভারতের ভূ প্রকৃতি,ভারতের নদ-নদী, ভারতের মৃত্তিকা,ভারতের কৃষি ,ভারতের জলবায়ু ।ভারতের শিল্প,খনিজ ,শক্তি,বন্দর ,ড্যাম ,জলপ্রপাত,গিরিপথ ,ন্যাশানাল পার্ক ,স্যাংচুয়ারি ইত্যাদি ।

ভারতের অবস্থান

- ভারতের ভূখণ্ডটি **ভারতীয় টেকটোনিক পাত** ও ইন্দো-অস্ট্রেলীয় পাতের মধ্যস্থিত একটি গৌণ পাতের উপর অবস্থিত ।
- **ভারত বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম** এবং **জনসংখ্যায় দ্বিতীয়** (চীনের পরই) **বৃহত্তম দেশ** ।
- আয়তনে ভারত সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ২.৪% ক্ষেত্রফল অধিকার করে রয়েছে এবং **জনসংখ্যার বিচারে** বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭.৭৪% শতাংশ দখল করে রেখেছে।
- আয়তনের বিচারে বিশ্বের প্রথম দশটি দেশ হল -১.রাশিয়া ২.কানাডা ৩.আমেরিকা ৪.চীন ৫.ব্রাজিল ৬.অস্ট্রেলিয়া ৭.ভারত ৮.আর্জেন্টিনা ৯.কাজাখস্তান ১০.আলজেরিয়া ।



ভারতের ভূগোল

- ভারতের অবস্থান বুঝতে গেলে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ব্যাপারে জানতে হবে।
- পৃথিবীকে নিরক্ষরেখা উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করেছে। আর মূল মধ্যরেখা পৃথিবীকে পূর্ব গোলার্ধে ও পশ্চিম গোলার্ধে ভাগ করেছে।
- নিরক্ষরেখার সাহায্যে উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধে যদি কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা যায় (কৌণিক দুরত্ব) **তখন সেটি অক্ষাংশ গত অবস্থান বলে।** অক্ষাংশ গত অবস্থানের শেষে **উত্তর বা দক্ষিণ** লিখতে হয়। মানে কোন গোলার্ধে আছে উত্তর গোলার্ধে না দক্ষিণ গোলার্ধে।
- আবার মূলমধ্যরেখা পৃথিবীকে পূর্ব গোলার্ধে ও পশ্চিম গোলার্ধে ভাগ করেছে। **মূলমধ্যরেখা** দিয়ে পূর্ব বা পশ্চিম গোলার্ধের কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় তখন সেটিকে **দ্রাঘিমাংশগত অবস্থান বলা হয়।** দ্রাঘিমাংশ গত অবস্থানের শেষে পূর্ব বা পশ্চিম লিখতে হয়। মানে কোন গোলার্ধে আছে পূর্ব গোলার্ধে না পশ্চিম গোলার্ধে।

যেমন ভারতের ক্ষেত্রে

- ভারতের অক্ষাংশ গত অবস্থান : মূল ভূখণ্ড দক্ষিণে $8^{\circ}48'$ উঃ (North) (কল্যাকুমারিকা) থেকে উত্তরে $37^{\circ}6'$ উঃ (North) (কাশ্মীরের উত্তর সীমা ইন্দ্রিয়া কল) পর্যন্ত বিস্তৃত।
- যেহেতু ভারত উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত তাই অক্ষাংশ গত অবস্থানে উত্তর (North) লেখা হয়।
- ভারতের ক্ষেত্রে দ্রাঘিমাংশ অবস্থান: মূল ভূখণ্ড পূর্বে $97^{\circ}25'$ পৃঃ (East) (অরুণাচল প্রদেশ) থেকে পশ্চিমে $68^{\circ}7'$ পৃঃ (East) (গুজরাটের কচ্ছ) পর্যন্ত বিস্তৃত।
- মূলমধ্যরেখা সাপেক্ষে ভারত পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত তাই দ্রাঘিমাংশগত অবস্থানের ক্ষেত্রে পূর্ব বা East লেখা হয়।

ভারতের ভূগোল

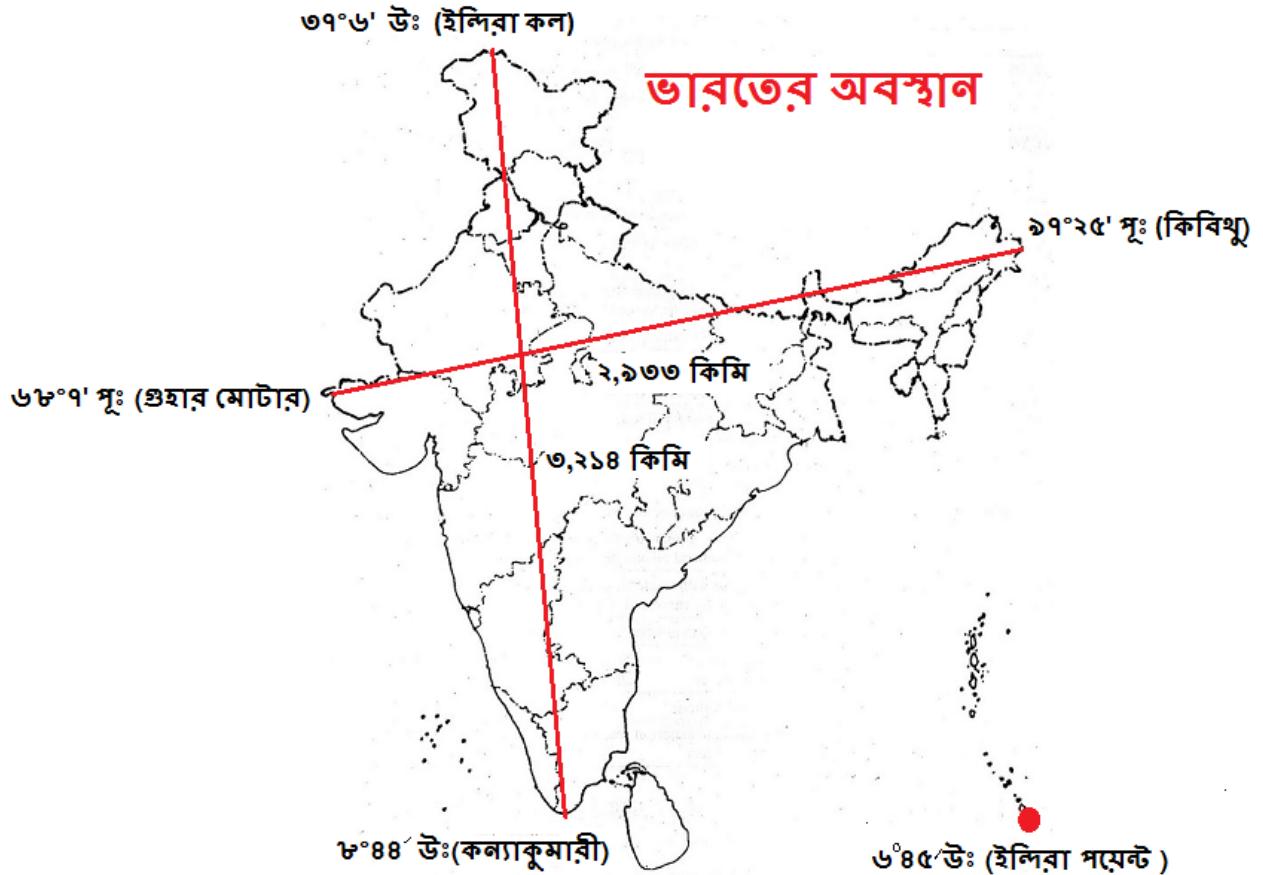
- তাহলে আমাদের দেশ ভারত বর্ষ উত্তর গোলার্ধের দক্ষিণে $8^{\circ}44'$ উঃ এবং উত্তরে
 $37^{\circ}6'$ উঃ অক্ষাংশ আর পশ্চিমে $68^{\circ}7'$ পূঃ এবং পূর্বে $97^{\circ}25'$ পূঃ দ্রাঘিমাংশের
মধ্যে অবস্থিত।
- (Latitude- $37^{\circ}6'$ North(Indira col) and $8^{\circ}44'$ North(Cope camorian)
- Longitude- $97^{\circ}25'$ E (Arunachal Pradesh) $68^{\circ}7'$ E (Kuchh region)
- পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে (সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অক্ষরেখা) পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্ণবৃত্ত কাল্পনিক
রেখাটি হলো কর্কটক্রান্তি রেখা।
- এটি ভারতের ৮টি রাজ্যের উপর দিয়ে গেছে - গুজরাট ,রাজস্থান , মধ্যপ্রদেশ ,ছত্তিশগড় ,
ঝাড়খণ্ড , পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মিজোরাম)
- কর্কট ক্রান্তি রেখা ভারতের মাঝ বরাবর দিয়ে যাবার জন্য ভারতের জলবায়ু উষ্ণ ও
ক্রান্তিয় ।

ভারতের ভূগোল



কক্ষ ত্রাণি রেখা

ভারতের ভূগোল



- ভারতের উত্তরতম স্থান কাশ্মীরের ইন্দিরা কল-(Indira col)
- দক্ষিণতম স্থান আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঁজের -ইন্দিরা পয়েন্ট (Indira Point) বা পিগমেলিয়ান পয়েন্ট (Pygmalion Point)
- ভারতের পশ্চিমতম স্থান -গুজরাটের গুহার মোটার পশ্চিম (West of Ghuar Mota)
পূর্বতম স্থান- অরুণাচল প্রদেশের কিবিথু (Kibithu)।
- Note-ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু (সমগ্র ভারতীয় সীমানায়)-ইন্দিরা পয়েন্ট ।
- ভারতের মূলখন্ডের দক্ষিণতম বিন্দু -কণ্যাকুমারিকা ।

ভারতের ভূগোল

বিস্তার

- ভারতের উত্তরে কাশ্মীরের ইন্দিরা কল থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তার হল ৩,২১৪ কিমি এবং
গুজরাটের কচ্ছের রান থেকে অরুণাচল প্রদেশ পূর্ব পশ্চিমে প্রস্তু হল ২,৯৩৩ কিমি।
- ভারতের উত্তর -দক্ষিণের বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তারের চেয়ে ২৮১ কিমি বেশি।
- ভারতের আয়তন ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কিমি।
- ভারতের স্তল সীমানা প্রায় ১৫,২০০ কিমি।
- ভারতের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য (লাক্ষাধীপ,আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঁজ সহ) ৭,৫১৬.৬ কিমি।
(৬,১০০ কিমি ভারতের মূলভূখণ্ডের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য + ১১৯৭ কিমি দ্বিপাঞ্চল
উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য)
- ভারতের মূলভূখণ্ডের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য(লাক্ষাধীপ,আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঁজবাদ দিয়ে)
৬,১০০ কিমি।
- ভারতের ৯টি রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল উপকূলবর্তী।
- ভারতের ৯টি রাজ্য উপকূলবর্তী রাজ্য হল-
- গুজরাট(১২১৪.৭ কিমি),মহারাষ্ট্র (৬৫২.৬ কিমি),গোয়া (১০১ কিমি) ,কর্ণাটক (২৮০ কিমি) ,কেরালা (৫৬৯.৭ কিমি) ,তামিলনাড়ু (৯০৬.৯ কিমি), অঞ্চলপ্রদেশ (৯৭৩.৭কিমি), ওডিশা (৪৭৬.৪কিমি) ,পশ্চিমবঙ্গ (১৫৭.৫ কিমি)।

ভারতের ভূগোল

- ভারতের ৪টি উপকূলবর্তী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল -
- দমন ও দিউ , পুদুচেরি (পদ্মিচেরি), লাক্ষ্মানপুর , আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজি (১৯৬২ কিমি)।
- ভারতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজি(১৯৬২ কিমি)- র উপকূলবর্তী সীমা সর্বাধিক।
- শুধু রাজ্যগুলির মধ্যে গুজরাটের উপকূলবর্তী সীমা সর্বাধিক(১২১৪.৭ কিমি)। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ(১৭৩.৭কিমি) , তামিলনাড়ু (৯০৬.৯ কিমি)।

ভারতের প্রতিবেশী দেশ সমূহ

- ভারতের ৮টি প্রতিবেশী দেশ আছে। সেগুলি হল বাংলাদেশ , নেপাল , ভুটান , মায়ানমার , চীন, শ্রীলঙ্কা , পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।
- এর মধ্যে বাংলাদেশের সাথে ভারত সর্বাধিক সীমানা রেখা(৪০৯৬ কিমি) ভাগ করে নিয়েছে। আর আফগানিস্তানের(৮০কিমি) সাথে সবচেয়ে কম।
- প্রতিবেশী দেশ গুলির মধ্যে চীন , বাংলাদেশ ও নেপাল ভারতের পাঁচটি করে রাজ্যের সাথে সীমানা ভাগ করে নিয়েছে।
- পাকিস্তান ভুটান ও বাংলাদেশ চারটি করে ও আফগানিস্তান একটি রাজ্যের সাথে সীমানা ভাগ করে নিয়েছে।

ভারতের ভূগোল

প্রতিবেশী দেশের নাম	রাজধানীর নাম	ভারতের সঙ্গে সীমান্ত দৈর্ঘ্য (কিমি)	রাজ্যগুলি প্রতিবেশী দেশসমূহের সীমানা স্পর্শ করেছে
চিন	বেজিং	৩,৯১৭	(১)জমু ও কাশ্মীর (২)হিমাচল প্রদেশ (৩) উত্তরখণ্ড (৪)সিকিম (৫)অরুণাচল প্রদেশ
বাংলাদেশ	ঢাকা	৪,০৯৬ (সর্বাধিক)	(১)পঃবঙ্গ (২)অসম (৩)মেঘালয় (৪)ত্রিপুরা (৫) মিজোরাম
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	৩,৩১০	(১)গুজরাট(২)রাজস্থান (৩) জমু ও কাশ্মীর (৪) পাঞ্জাব
নেপাল	কাঠমান্ডু	১,৭৫২	(১)উত্তরখণ্ড (২)উৎ প্রদেশ (৩)বিহার (৪)পঃ বঙ্গ (৫)সিকিম
মায়ানমার	নেপিদ	১,৪৫৮	(১)মিজোরাম (২) মণিপুর (৩) নাগাল্যান্ড (৪) অরুণাচল প্রদেশ।
ভুটান	থিম্পু	৫৮৭	(১)সিকিম (২) পঃ বঙ্গ (৩)অসম (৪) অরুণাচল প্রদেশ
শ্রীলঙ্কা	শ্রীজয়াবর্ধেন পুরা কোট্টে	-----	-----
আফগানিস্তান	কাবুল	৮০ (সর্বাপেক্ষা কম)	জমু ও কাশ্মীর

Zero-Sum is an Edu-Tech start up operating from a remote countryside and
connecting millions to help them achieve their dreams



ভারতের ভূগোল



- ঢুরান্ড লাইন ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেছে।
 - ম্যাকমোহন লাইন ভারত ও চীনের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেছে।
 - Radcliff Line, ২৪ তম প্যারালাল লাইন, ২৮ তম প্যারালাল লাইন ও লাইন অব কট্টোল (LOC) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেছে।
 - পক প্রগল্পী ও মান্নার উপসাগর ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অবস্থিত।
-
- প্রমাণ সময় (I.S.T. = Indian Standard Times) : এলাহাবাদের নিকট মির্জাপুরের ৮২৩০' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার স্থানীয় সময়কে ভারতের প্রমাণ সময় ধরা হয়েছে।
 - ভারতের প্রমাণ সময় Greenwich Mean Time এর তুলনায় ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট এগিয়ে আছে।

ভারতের ভূগোল

- ভারতের পূর্বতম প্রান্ত (অরণ্যাচল প্রদেশ) ও পশ্চিমতম প্রান্তের (গুজরাট) সময়ের পার্থক্য **১১৬ মিনিট বা প্রায় দু ঘন্টা।**

(ভারতের পশ্চিমতম প্রান্ত ও পূর্বতম প্রান্তের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য $97^{\circ}25' - 68^{\circ}7' = 29^{\circ}$ । যেহেতু 1° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। সুতরাং 29° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় $4 \times 29 = 116$ মিনিট বা প্রায় দু ঘন্টা)

- উল্লেখ্য কলকাতার দ্রাঘিমাংশ $88^{\circ} 21'$ । ভারতের প্রমাণ সময়ের চেয়ে কলকাতা **২৪ মিনিট এগিয়ে**

(কলকাতা ও এলাহাবাদের দ্রাঘিমাংশের মধ্যে পার্থক্য $88^{\circ}21' - 82^{\circ}30' = 6^{\circ}$ তাহলে সময়ের পার্থক্য দাঁড়ায় $6 \times 8 = 48$ মিনিট)

এক নজরে ভারত

- ভারত ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত।
➤ ভারতে প্রত্যেক রাজ্যে নির্বাচিত রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়।
➤ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির মধ্যে **একমাত্র পুদুচেরি ও দিল্লিতে নির্বাচিত সরকার** রয়েছে।
➤ অপর পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন; এই অঞ্চলগুলিতে কেন্দীয় সরকার প্রশাসক নিয়োগ করে থাকেন।
➤ **১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন** বলে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি স্থাপিত হয়।
➤ ভাষার ভিত্তিতে প্রথম গঠিত রাজ্য অসম প্রদেশ।

- **পুদুচেরি বা পন্ডিচেরি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি চারটি জেলা** নিয়ে গঠিত। ফরাসি উপনিবেশ ছিল এই চারটি জেলা।
➤ লক্ষ্যনীয় বিষয় হল পন্ডিচেরি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির চারটি জেলা তিনটি ভিন্ন রাজ্যের উপর অবস্থিত।

ভারতের ভূগোল

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy support till Success!



পুদুচেরির চারটি জেলা

- ✓ কারাইকল ও পুদুচেরি জেলা দুটি তামিলনাড়ুতে অবস্থিত ।
- ✓ ইয়ানাম জেলাটি অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত ।
- ✓ এবং মাহে জেলাটি কেরালাতে অবস্থিত ।
- এই জেলাগুলির মধ্যে পুদুচেরির আয়তনে সর্ববৃহৎ বলে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির নাম পুদুচেরির নামে রাখা হয় ।
- ২০০৬ নাগাদ ফরাসি নাম ‘পণ্ডিচেরি’র বদলে তামিল নাম ‘পুদুচেরি’ রাখা হয় ।
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র পুদুচেরি ও দিল্লিতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে ।
- ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে ভারতের নবীনতম (২৯ তম) রাজ্য তেলেঙ্গানা গঠিত হয় । তেলেঙ্গানা সীমার মধ্যে অবস্থিত হায়দ্রাবাদ বর্তমানে দুই রাজ্যেরই রাজধানী ।
- অন্ধ্রপ্রদেশের গুর্টুর জেলার কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী অমরাবতী গঠিত হচ্ছে ।
- ভারতের বৃহত্তম রাজ্য রাজস্থান । দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র ।
- বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজি ।
- ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য হল গোয়া । তারপর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য হল সিকিম ও ত্রিপুরা ।
- ভারতের ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ ।
- সর্বাধিক রাজ্য সীমানা স্পর্শ করেছে যে রাজ্যের সাথে সেটি হল উত্তর প্রদেশ ।

ভারতের ভূগোল

- উত্তর প্রদেশকে ৮টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লি স্পর্শ করেছে । রাজ্যগুলি হল উত্তরাখণ্ড , হিমাচল প্রদেশ ,রাজস্থান,হরিয়ানা , মধ্যপ্রদেশ ,ছত্তিশগড় ,বিহার ও ঝাড়খণ্ড ।
- তারপর আসাম আছে ১৭টি রাজ্যের সীমানা আসামকে স্পর্শ করেছে (পশ্চিমবঙ্গ ,মেঘালয় ,ত্রিপুরা , অরুণাচল প্রদেশ ,মিজোরাম ,মণিপুর ও নাগাল্যান্ড)
- সর্বাধিক রাষ্ট্র স্পর্শ করেছে এমন রাজ্য আছে চারটি । সিকিম ,পশ্চিমবঙ্গ ,অরুণাচল প্রদেশ এবং জম্বু ও কাশ্মীর ।এই প্রতিটি রাজ্য তিনটি করে রাজ্য স্পর্শ করেছে ।
- সর্বাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্য হল উত্তরপ্রদেশ । তারপর দ্বিতীয় ,তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ।
- সর্বনিম্ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্য সিকিম।তারপর সর্বনিম্ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্য হিসেবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে যথাক্রমে মিজোরাম , অরুণাচল প্রদেশ ও গোয়া।
- ভারতে মোট জেলার সংখ্যা ৭১২টি (সেপ্টেম্বর ,২০১৮)।
- গুজরাটের কচ্ছ ভারতের বৃহত্তম জেলা ।তারপর আছে জম্বু ও কাশ্মীরের জেলা লেহ ।
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির মাহে জেলা ভারতের সবচেয়ে ছোট জেলা ।
- ভারতের জন ঘনত্ব ৩৮২ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ।
- সর্বাধিক জনঘনত্ব পূর্ণ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথম দিল্লি (১১,৩২০জন প্রতি বর্গ কিমিতে)
- সর্বাধিক জনঘনত্ব পূর্ণ রাজ্য হল বিহার (১,১০৬) দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ(১,০২৮) ও কেরালা(৮৬০) ।

ভারতের ভূগোল

- সর্বনিম্ন জন ঘনত্বপূর্ণ রাজ্য হল অরুণাচল প্রদেশ (১৭)। তারপর সর্বনিম্ন জন ঘনত্বপূর্ণ রাজ্য হিসেবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে মিজোরাম (৫২) ও জম্বুকাশ্মীর (৫৬)।
- রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাক্ষরতার দিক থেকে প্রথম ,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে কেরালা(৯৪.০০ %),মিজোরাম (৯১.৩৩%) ও গোয়া (৮৮.৭০%)।
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাক্ষরতার দিক থেকে প্রথম ,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে লাক্ষ্মান্ধীপ(৯১.৮৫%), দমন ও দিউ(৮৭.১০%) এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজি (৮৬.৬৩%)।
- রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম সাক্ষরতার দিক থেকে প্রথম ,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে বিহার(৬১.৮০ %),তেলেঙ্গানা (৬৬.৪৬%) ও অরুণাচল প্রদেশ (৬৬.৯৫%)।
- ভারতের বন ভূমির পরিমাণ মোট ভূখণ্ডের ২১.৫৪%।
- গাছ ও বনভূমি নিয়ে ২৪.৪ %। (বনভূমি অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্য ৩০%)।
- ভারতে সর্বাধিক বনভূমি দেখায় মধ্যপ্রদেশে। ৭৭,৪১৪কিমি। তারপরই আছে যথাক্রমে অরুণাচল প্রদেশ ও ছত্তিসগড় ।
- রাজ্যের মধ্যে শতাংশ হিসেবে সর্বাধিক বনভূমি দেখা যায় মিজোরামে (৮৬.২৭ %)।
- কেরালা রাজ্যটিকে ভগবানের নিজের দেশ (God's Own Country) এবং মশলার বাগান (Spice Garden) বলে অভিহিত করা হয়
- তামিলনাড়ুর তাঞ্চাঙ্গভুর জেলায় বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলকে দক্ষিণের শস্যভাণ্ডার বলা হয়।
- ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যটিকে বলা হয় ‘পঞ্জনদীর দেশ’।

ভারতের ভূগোল

- অরণ্যাচল প্রদেশের পূর্ব নাম ছিল NEFA(North Eastern Frontier Agency)
- ভারতের শীতলতম স্থান যেখানে জনবসতি আছে তা হল জম্বু কাশ্মীরের দ্রাস।
- ভারতের উচ্চতম অঞ্চল পশ্চিম রাজস্থানের বার্মার।
- ভারতের তথা বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জির কাছে মৌসিনরামে (১১,৮৭২ মিলিমিটার)।
- ভারতে বালুকাময় মরুভূমির নাম থের রাজস্থানে অবস্থিত।
- গুজরাটের বৃহত্তর কচ্ছ রং কে ভারতের শুভ মরুভূমি(White Desert) বলা হয়।
এখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদন হয় বলে একে সাদা দেখায়।
- জম্বু ও কাশ্মীরের লাদাখকে ভারতের শীতল মরুভূমি(Cold Desert of India) বলা হয়
- ভারতের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্খ কারাকোরাম পর্বতমালার K2 (কারাকোরাম ২) বা গডিউইন অষ্টিন (৮,৬১১ মিটার)
- ৮ ডিগ্রি চ্যানেল লাক্ষ্মানীপুরের মিনিকয় দ্বীপ ও মালদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত।
- ৯ ডিগ্রি চ্যানেল লাক্ষ্মানীপুরের রাজধানী কাভারান্তি ও মিনিকয় দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত।
- ১০ ডিগ্রি চ্যানেল আন্দামান দ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত।
- ডানকান প্যাসেজ বৃহত্তম আন্দামানের রুটল্যান্ড ও স্কুন্ড আন্দামানের মাঝে অবস্থিত।

ভারতের ভু প্রকৃতি

ভারতের ভূগোল

- ভারতের প্রধান ভূ প্রাকৃতিক বিভাগ গুলো হল ১.উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ২. উত্তরের সমভূমি অঞ্চল ৩. দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল ৪. মধ্য ও পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি অঞ্চল ৫.ভারতীয় মরুভূমি অঞ্চল ৬. উপকূলীয় অঞ্চল এবং ৭.দ্বীপপুঁজি অঞ্চল ।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

- উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হিমালয় ,কারাকোরাম ও লাদাখ পর্বত শ্রেণি নিয়ে গঠিত ।

হিমালয় পর্বতমালা -

- উত্তর পশ্চিমের পামীর গ্রান্টি থেকে নির্গত হয়ে হিমালয় পর্বতশ্রেণী অর্ধচন্দ্রাকারে পশ্চিমে জম্বু - কাশ্মীরের নাঙ্গা পর্বত(৮,১২৬ মিটার)থেকে পূর্বে অরণ্যাচল প্রদেশের নামচাবারওয়া (৭,৭৫৬ মিটার)পর্যন্ত **প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থান জুড়ে অবস্থান করছে।**
- উত্তর-দক্ষিণে হিমালয়ের প্রস্থ গড়ে প্রায় ২৫০-৪০০ কিলোমিটার মত ।
- বর্তমানে যে অঞ্চলটিতে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থান করছে, সেখানে আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে টার্সিয়ারী **যুগে টেথিস মহীখাত বা টেথিস সাগর** নামে এক অগভীর খাত ছিল; কালক্রমে এই সমুদ্রটির উত্তর (আঙ্গারাল্যান্ড)ও দক্ষিণ (গণ্ডোয়ানাল্যান্ড) মালভূমির চাপে হিমালয় পর্বত মালার সৃষ্টি হয়েছে ।
- হিমালয় পর্বতমালা হল নবীন ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী(Fold Mountain)
(Note: আরাবল্লী পর্বতটি হল পৃথিবী তথা ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত।)
- হিমালয়ে ফসিল দেখা যায় ।

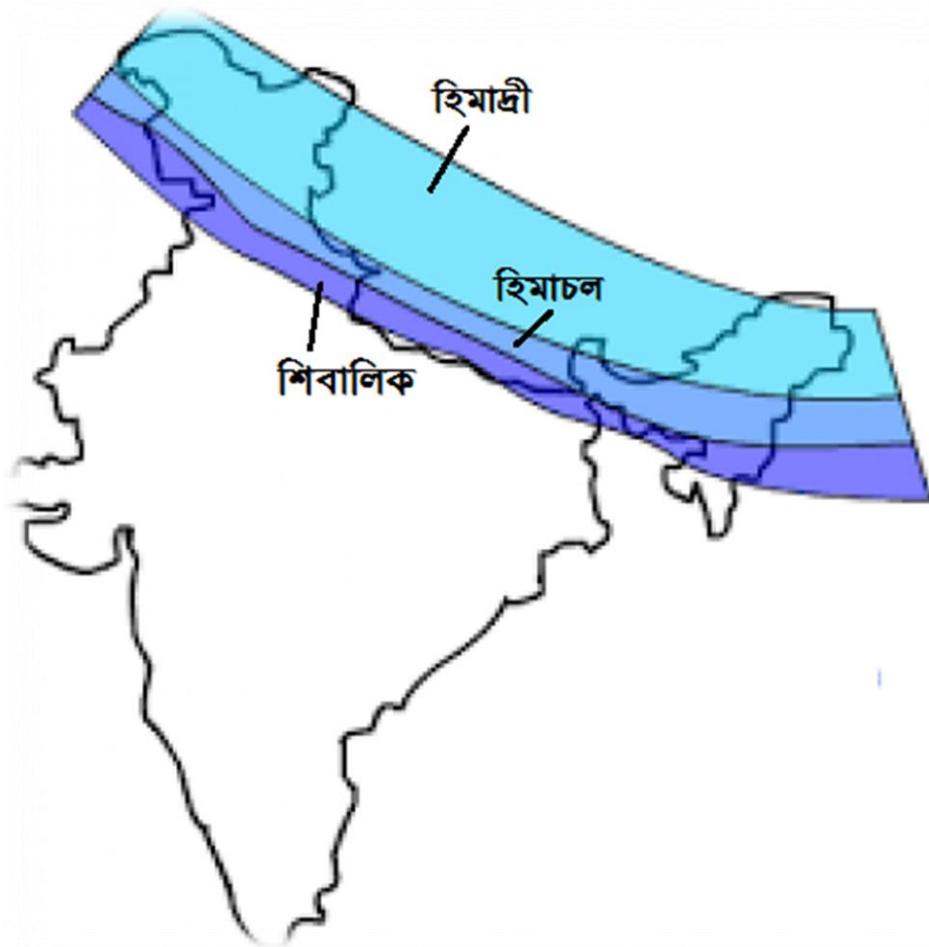
ভারতের ভূগোল

- হিমালয়ে সিনটেক্সিয়াল বাঁক দেখা যায় । (সুঁচালো বাঁক)
- হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট(৮৮৪৮ মিটার) । এটি নেপালে অবস্থিত । রাধানাথ শিকদার মাউন্ট এভারেস্টের পরিমাপ সর্বপ্রথম করেন ।
- নেপালে মাউন্ট এভারেস্টকে বলা হয় সাগর মাথা । তিব্বতি ভাষায় ছোমলুংমা এবং চিনা ভাষায় কুওনোলাংমা নামে ডাকা হয় ।
- মাউন্ট এভারেস্টের পূর্ব নামছিল Peak 15।
- সবচেয়ে বেশিৱার এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করার রেকর্ড আছে আঞ্চা শেরপার । তিনি ২১ বার এই শৃঙ্গ জয় করেছেন ।
- ১৯৫৩ সালে তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন ।
- ভারতের সিকিম ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্গু হিমালয়ের দ্বিতীয় ও পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শৃঙ্গ ।
- পুরোপুরি ভারতের মধ্যে অবস্থিত হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নাঙ্গা পর্বত (৮১২৬ মিটার) ।

উচ্চতা অনুসারে বা প্রস্থ বরাবর (উত্তর থেকে দক্ষিণ) হিমালয়ের শ্রেণিবিভাগ -

1. শিবালিক হিমালয় বা বহিঃহিমালয়
2. মধ্য হিমালয় বা লেসার হিমালয় বা হিমাচল
3. গ্রেটার হিমালয় বা উচ্চ হিমালয় বা হিমান্দী

ভারতের ভূগোল



শিবালিক হিমালয় বা বহিঃহিমালয়

ভারতের ভূগোল

- শিবালিক হিমালয় বা বহিঃহিমালয় - গড় উচ্চতা ৬০০-১৫০০ মিটার ।
- জন্মু ও কাশ্মীর থেকে অসম পর্যন্ত বিস্তৃত ।
- শিবালিক হিমালয় বা বহিঃহিমালয় **অরুণাচল প্রদেশে 'ডাফলা', 'মিরি', 'মিশমি পাহাড়'**;
উত্তরাখণ্ডে 'ধ্যাং' 'দুন্দোয়া'; জন্মু ও কাশ্মীরে 'জন্মু পাহাড়' এবং নেপালে 'চুড়িয়াঘাট'
নামে পরিচিত ।

মধ্য হিমালয় বা লেসার হিমালয় বা হিমাচল

- মধ্য হিমালয় বা লেসার হিমালয় বা হিমাচল - গড় উচ্চতা ৩৫০০ মিটার থেকে ৪৫০০ মিটার ।
 - **এখানে পিরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী** (যা কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে),
 - ধাওলাধর(হিমাচল প্রদেশ), মুসৌরি, নাগা টিবো (উত্তরাখণ্ড)ও মহাভারত লেখ পর্বতশ্রেণী
এখানে অবস্থিত ।
 - **কাশ্মীর উপত্যকা**, কাংড়া ও কুলু (হিমাচল প্রদেশ) এখানে দেখা যায় ।
-
- এখানেই অবস্থিত বিখ্যাত হিল স্টেশন গুলি। যেমন - সিমলা (হিমাচল প্রদেশ), মুসৌরি ,
রানীখেত , আলমোড়া, নৈনিতাল (উত্তরাখণ্ড), দার্জিলিং ইত্যাদি ।

গ্রেটার হিমালয় বা উচ্চ হিমালয় বা হিমান্দী

- গ্রেটার হিমালয় বা উচ্চ হিমালয় এর অপর নাম হিমান্দী।
 - এর গড় উচ্চতা ৬০০০ মিটার। এটি সর্বদাই তুষারবৃত।
-
- এখানেই অবস্থিত পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গগুলি। যেমন মাউন্ট এভারেস্ট
কাঞ্চনজঙ্গু, ধৰলগিরি, মাকালু, কামেট ইত্যাদি ।

ভারতের ভূগোল

টেথিস হিমালয়

হিমান্তির উত্তরে টেথিস বা তিক্রত হিমালয় অবস্থিত। এটি একটি বিশাল মালভূমি অঞ্চল। টেথিস হিমালয়ের সর্বোচ্চ অংশের নাম লিওপারগেল।

- শিবালিক ও হিমাচলের হিমালয়ের মধ্যবর্তী অংশে অনেক সমান্তরাল ও প্রশস্ত উপত্যকা দেখা যায়, এদের দুন বলে (যথা দেরাদুন)।
- প্রধানত প্রাচীন রূপান্তরিত শিলায় গঠিত হিমালয় উত্তরে ক্রমশ ঢালু হয়ে হিমান্তিতে মেশেছে।
- পর্বতের উঁচু অংশে অনেকগুলি হৃদ বা তাল আছে। এদের মধ্যে নেনিতাল, ভীমতাল, সাততাল, পুনতাল প্রভৃতি বিখ্যাত। এই অঞ্চলে তাল বলতে হৃদকে বোঝায়।
- শ্রীনগরের দক্ষিণে প্রায় ১০০ কিলোমিটার বিস্তৃত পীরপঞ্জল পর্বত শ্রেণী (৩,৫০০ - ৫,০০০ মি)কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে বিছিন্ন করেছে।
- কেবল মাত্র বানিহাল বা জওহল (উচ্চতা ২,৮৩২ মি), পীরপঞ্জল (৩,৪৯৪ মি) ও বুলন্দপীর (৪,২০০ মি) প্রভৃতি গিরিপথগুলি দিয়ে নিসর্গ সৌন্দর্যের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করা যায়।
- জোজিলা পাস (উচ্চতা ৩,৫২৯ মি) নামে গিরিপথতি দিয়ে শ্রীনগর থেকে লাদাখের রাজধানী লে-তে যাওয়া যায়। লে শহর থেকে সাসার গিরিপথের মধ্যে দিয়ে চীনে যাওয়া যায়।

পূর্ব হিমালয়

ভারতের ভূগোল

- **সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণীর দাজিলিং অংশের উচ্চতম শৃঙ্গগুলি হল সান্তাকফু (৩,৬৩০ মি), ফালুট (৩,৬৯৬ মি) ও সাবগ্রাম (৩,৫৪৩ মি) এবং সিকিম অংশে বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্গলা (৮,৫৯৮ মি) শৃঙ্গটি অবস্থিত।**
- **ডঙ্কিয়ালা পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী নাথুলা ও জেলেপলা গিরিপথগুলি দিয়ে তিব্বতের (চীন) চুঁমি উপত্যকায় যাওয়া যায়।**
- **সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণীর অংশে সেনচল-মহাল-ধিরাম জল বিভাজিকাটি দাজিলিং জেলায় মধ্যভাগে বিস্তৃত রয়েছে।**
- **সিকিম হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্গলা শৃঙ্গটি (উচ্চতা ৮,৫৯৮ মিটার) হল পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম (মাউন্ট এভারেস্ট ও k2- র পরে) এবং ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ (k2- র পর)**
- **ভারতের মধ্যে অবস্থিত হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল কাঞ্চনজঙ্গলা (কারণঃ k2 কারকোরাম পর্বতের শৃঙ্গ)।**

কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী

- **কাশ্মীরের লাডাক পর্বতশ্রেণির উত্তর দিকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার অপ্রস্থ জুড়ে কারাকোরাম (সংস্কৃত ভাষায় যার নাম কৃষ্ণগিরি) পর্বতশ্রেণী অবস্থান করছে।**
- **কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম অংশে অবস্থিত গড়উইন অস্টিন বা k₂ (উচ্চতা ৮,৬১১ মিটার) শৃঙ্গটি হল কারকোরাম তথা ভারতের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ।**
- **কারাকোরাম পর্বতের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্বতশৃঙ্গ হল হিডন পিক (উচ্চতা ৮,০৬৮ মিটার), ব্রড পিক (৮,০৪৭ মিটার) ও গ্যাসের ক্রম -২ (৮,০৩৫ মিটার)**
- **এই সব শৃঙ্গগুলো সারা বছর ধরেই তুষারে আবৃত থাকে বলে কারাকোরাম পর্বতের বসুধা বা ধ্বল শীর্ষ বলা হয়।**

ভারতের ভূগোল

- > কারাকোরাম পর্বতে অনেকগুলো বিশালাকৃতি হিমবাহ আছে। এর মধ্যে সিয়াচেন হিমবাহটি (দৈর্ঘ্য ৭৬ কিমি) হল ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ।
- > কারাকোরাম পর্বতের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য হিমবাহ দুটি হল বালটোরা (৬০ কিমি) ও রিমো (এই হিমবাহটি থেকে সিঙ্গু নদের সিয়োক উপনদীটির উৎপত্তি হয়েছে)।
- > আকসাই চীন- কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর পূর্বদিকে আকসাই চীন নামে একটি পর্বতবেষ্টিত উচ্চ মালভূমি (গড় উচ্চতা ৮,৫০০ মিটার) আছে। তবে এই অঞ্চলটিকে চীন ১৯৬২ সাল থেকে দখল করে আছে।

লাদাখ পর্বতশ্রেণি

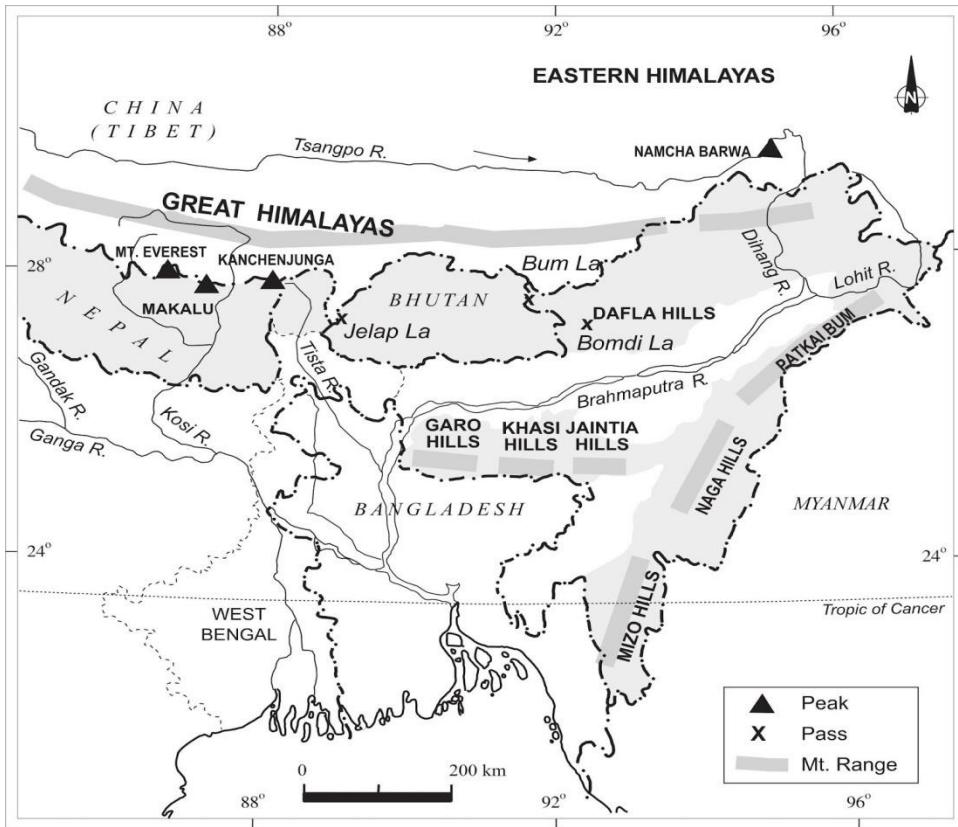
- > এই অঞ্চলের লাদাখ মালভূমিটি হল ভারতের সর্বোচ্চ মালভূমি।
- > এটি শীতল মরুভূমি নামে পরিচিত।
- > এখানে কোন কোন স্থানে লোনা জলের হৃদ দেখতে পাওয়া যায়।
- > এখানের বিখ্যাত পাংগং লেক নোনা জলের লেক।

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy support till Success!



ভারতের ভূগোল

পূর্বাচল



- উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অংশে মেঘালয় বাদে ভারত ও মায়ানমার সীমান্ত বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত অনেকগুলি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী রয়েছে, এদের একসঙ্গে উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চল বা পূর্বাচল বলে।
- এই পর্বতশ্রেণীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিশমি পাহাড়, পাটকই, বুম, নাগা পাহাড়, কোহিমা পাহাড়, বরাইল পর্বতশ্রেণী, উত্তর কাছাড় পাহাড়, মনিপুর পাহাড়, মিজো পাহাড় ও ত্রিপুরা পাহাড়।
- এদের মধ্যে মিশমি পাহাড়ের দাফাবুম (৪৫৭৮ মিটার) শৃঙ্খলা উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা।
- সারামতী (৩,৮৪০ মি) নাগা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা।

ভারতের ভূগোল

- কোহিমা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জাপতো (২,৯৯৫ মি)।
- মণিপুরের ইঞ্জল উপত্যকাটি হল পর্বতবেষ্ঠিত একটি বিশাল উপত্যকা। এখানকার **দক্ষিণ-**
পূর্বে অবস্থিত লোকটাক হৃদ নিসর্গ-সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।
- মিজো বা লুসাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নওজুয়ার জো।

মেঘালয় মালভূমি

- মেঘালয় প্রদেশে অবস্থিত গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া ও মিকিরের পাহাড়ী অঞ্চল নিয়ে গঠিত
মেঘালয় মালভূমি প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিরই একটি বিছিন্ন অংশ।
- এই মালভূমির পশ্চিমে অবস্থিত গারো পাহাড়ের সর্বোচ্চশৃঙ্গ নকরেক (১,৪১২ মি)।
- শিলং মালভূমির দক্ষিণে চুনাপাথরে গঠিত চেরা মালভূমি অবস্থিত। এই মালভূমিতে **বহু**
চুনাপাথরের গুহা দেখা যায়। গারো পাহাড়ের সিজি গুহাটি বিখ্যাত।
- গারো পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নকরেখ (১৫১৫ মিটার)।
খাসি পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ শিলং (১৯৬১ মিটার) মেঘালয়ের রাজধানী।

উত্তরের সমভূমি অঞ্চল

- গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও সিঙ্গালুনদীৰ পলি দ্বারা গঠিত।
- পলি মাটি দ্বারা গঠিত জনবহুল অঞ্চল।
- **ভাঙৰ (Bhangar):** সমভূমির যেসব জায়গা প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত, তাদের বলে
ভাঙৰ। এটি সাধারণত নদী দূৰবৰ্তী অঞ্চল। এই মৃত্তিকায় অবিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম
কাৰ্বোনেটের ঢেলা পাওয়া যায়। ইহা 'Kankar' নামে পরিচিত। উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে
এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

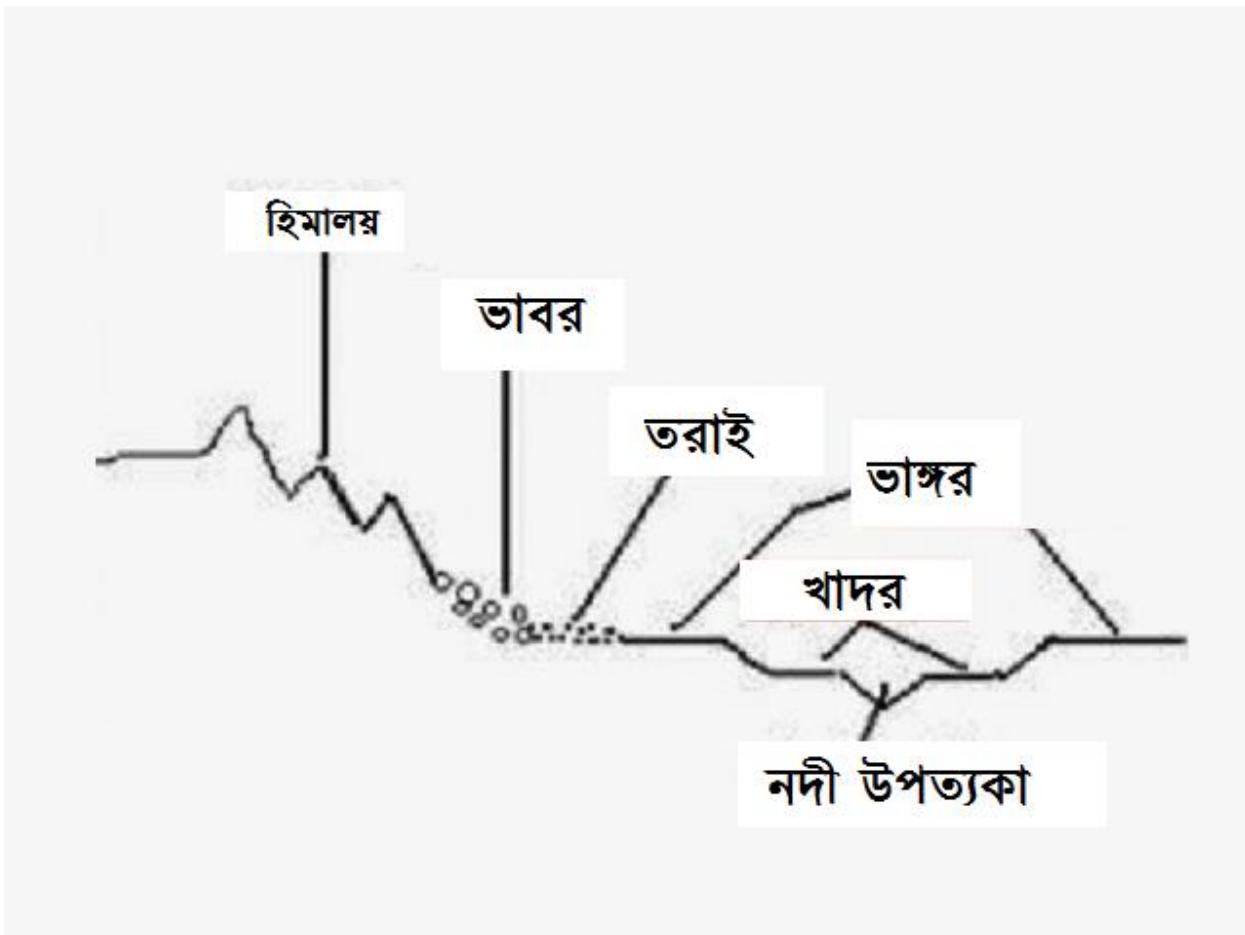
ভারতের ভূগোল

- **খাদার (Khadar):** নদীতীরের নতুন পলিগঠিত এলাকাগুলিকে খাদার বলে। নিম্নগাঙ্গায় সমভূমি ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই মাটি দেখা যায়। এরপ নবীন পলিযুক্ত অঞ্চল পাঞ্জাবে 'বেট' নামে পরিচিত। এটি খুবই উর্বর।
- **ভাবর (Bhabar):** হিমালয়ের পাদদেশিয় অঞ্চলে অবস্থিত। নদীবাহিত বালি, নুড়ি, পাথর প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে দুষৎ ঢেউখেলানো ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, তাকে ভাবর বলে। মৃত্তিকা সঙ্গে হওয়ায় অনেক সময় এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নদীগুলি অন্তঃসলিলা রূপে প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলে পশ্চালনকারী গুজরেরা বসবাস করে।

(Note: ভাবর ও ভাঙ্গর দুটির বানান ভাল করে খেয়াল করবে)

- **তরাই (Tarai):** তরায়ের অর্থ ভিজে (Wet)। ভাবর অঞ্চলের দক্ষিণে নদীগুলি অনেক সময় বিত্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী জলাভূমির সৃষ্টি করে, এদের তরাই বলে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চলে প্রধানত দেখা যায়।
- **ভুর (Bhur):** সমভূমি অঞ্চলের পশ্চিমে মাঝে মাঝে ছোট ছোট বালিয়াড়ি দেখা যায়। এদের ভুর বলে। উচ্চ গঙ্গা দোয়াবে বছরের শুক্র মাসগুলিতে ভুর দেখা যায়।
- **কাউর ও তাল:** বিহার রাজ্যে গঙ্গার সমান্তরালে বেশি কিছু জলাভূমি দেখা যায়। এগুলি উত্তর বিহারে কাউর এবং দক্ষিণ বিহারে তাল নামে পরিচিত।
- **রেহ, কালার বা উষর (Reh or Kallar):** সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকাজের জন্য ব্যাপক জলসেচের ফলে অনেক জায়গায় ক্ষারিয় ও লবণাক্ত মাটির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় এই মাটি রেহ, কালার বা উষর নামে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে এরপ মাটি দেখা যায়।
- **চো (Chos):** পাঞ্জাব হরিয়ানা সমভূমির উত্তরে শিবালিক পর্বত সংলগ্ন অঞ্চলে নদীর দ্বারা ক্ষয়কাজের ফলে সৃষ্টি ভূমিকে চো বলে। এগুলি পরবর্তীকালে গালি সৃষ্টি করে।

ভারতের ভূগোল



ভারতীয় মরু অঞ্চল

- রাজস্থান রাজ্যের জয়সলমীর, বেকানীর ও যোধপুর জেলা এবং পাকিস্তানের খ্যেরপুর ও বাহাওয়ালপুর অঞ্চলে থর মরুভূমি বিস্তার লাভ করেছে।
- ভারতীয় মরু অঞ্চলের সর্বত্রুই উচ্চতা ১৫০ মিটারের ওপরে, তবে এখানকার একমাত্র নদী লুনীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের উচ্চতা ২০ মিটারের কাছাকাছি।

ভারতের ভূগোল

- থর মরণভূমির উৎপত্তির অন্যতম কারণ:

এর ওপর এই অঞ্চলে কোন উঁচু পর্বত না থাকায় এবং এই অঞ্চলের **একমাত্র পর্বত আরাবল্লী উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এই অঞ্চলে তেমনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাই বৃষ্টিপাত হয়না।**

- **আরাবল্লী পাহাড় থেকে যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ভূমির উচ্চতা তত কমতে থাকে।**

- **আরাবল্লী পর্বতের একটি খাঁজের মধ্যে **অবস্থিত সম্বর হৃদাটি** মরু অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হৃদ।**

- **মরণভূমির মধ্যে কোথাও কোথাও প্রস্ত্রবণ দেখা যায়।**

- **প্রস্ত্রবণের কাছাকাছি জায়গার ভূমি কিছুটা উর্বর বলে এখানে খেজুর ও পাম জাতীয় গাছ ও তৃণভূমি জন্মায়। এই জায়গাকে মরুদ্যান বলে।**

- **বাগার অঞ্চল- মরণভূমি ও সমভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই অঞ্চল ঘাসে ঢাকা বালুকাময়।**

- **রোহি - বাগার অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত পলি দ্বারা গঠিত উর্বর অঞ্চল।**

- **হামাদা- প্রস্তরময় অঞ্চলকে হামাদা বলে।**

- **মরণস্থলী- সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত। ভারত পাকিস্তান জুড়ে এর বিস্তার সবচেয়ে বালিকা ময়স্থান। মরু কথার অর্থ মৃত ও স্থলী কথার অর্থ দেশ অর্থাৎ মৃত্যের দেশ। মরণভূমির ভয়াল ঝাপটি এখানে পরিস্ফুট হয়েছে, এই কারণেই ভারতীয় মরণভূমির এই অংশটি 'মরণস্থলী' নামে পরিচিত হয়েছে।**

- **ঝিয়ান- বায়ুপ্রবাহের কারণে চলমান বালিয়াড়ি গুলোকে ঝিয়ান বা টিবো বলে।**

- **রাণ- মরু ভূমির নিচু অঞ্চলের লবণাক্ত জলের হৃদ গুলিকে রাণ বলে।**

ভারতের ভূগোল

- ধান্দ - দুটি সমান্তরাল বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী অঞ্চলের দীর্ঘকার হৃদ গুলি যেগুলি বেশিরভাগ সময় শুকনো থাকে তাদের ধান্দ বলে ।
- স্যান্ড দুন - অর্ধাচন্দ্রাকৃতি বালির ঢিবি গুলিকে স্যান্ডদুন বলে ।



ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE
PLATFORMS FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

ভারতের ভূগোল

ভারতের বিশাল মালভূমি অঞ্চল

- পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ড গান্ডোয়ানাল্যান্ডের অংশ বিশেষ, এই মালভূমিটি অতিপ্রাচীন আগেয় এবং জুপান্তরিত শিলা দিয়ে গঠিত ।

মধ্য ভারতের উচ্চভূমি ও মালভূমি:-

আরাবল্লী পর্বত শ্রেণি:-

- আরাবল্লী ভারতের প্রাচীনতম পর্বত এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত সমূহের অন্যতম।
- এই পর্বতটি দিল্লি থাকে আমেদাবাদ পর্যন্ত ৮০০ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত । এর গড় উচ্চতা কম বেশি ৭৫০ মিটার ।
- আবু পাহাড়ের (মাউন্ট আবু) কাছাকাছি অবস্থিত গুরু শিখের আরাবল্লীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ । এর উচ্চতা ১৭২২ মিটার ।
- মাউন্ট আবুতে অবস্থিত জৈনদের বিখ্যাত দিলওয়ারা মন্দির ।
- গুরু শিখের অবস্থিত মানমন্দিরে আছে বৃহৎ একটি টেলিস্কোপ ।
- গুরু শিখের থেকে মাউন্ট আবুকে আলাদা করে রেখেছে গোরাণঘাট গ্যাপ ।
- হলদিঘাট গ্যাপ বা গিরিপথটি আরাবল্লী পর্বত অঞ্চলে অবস্থিত ।

বুন্দেলখন্ড মালভূমি:

- গ্রাগাইট পাথরে গঠিত এই মালভূমি অঞ্চলটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উচ্চভূমিতে পরিণত হয়েছে ।
- বুন্দেলখন্ড অঞ্চলটি উত্তর প্রদেশের ৫টি ও মধ্যপ্রদেশের ৪টি জেলা নিয়ে গঠিত ।
(রোহিলখন্ড -উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে পলি দ্বারা গঠিত সমভূমি ।)



Attend Online Classes on your
mobile phone

ভারতের ভূগোল

বিন্দু পর্বত:-

- **বিন্দু** পর্বত মধ্যভারতের উচ্চভূমির প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত।
- বেলে পাথরে নির্মিত।
- **উত্তর** ও **দক্ষিণ** ভারতকে আলাদা করে রেখেছে।
- এই পর্বতের পূর্বাশ **কাইমুর** নামে পরিচিত।
- **পর্বতের উপর** অংশ সমতল। ধার গুলো ক্ষয় পেয়ে সিঁড়ির মত হয়ে গেছে।

মালব মানভূমি:-

- বিন্দু পর্বতের উত্তরে লাভা দিয়ে গঠিত এই মালভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি তরঙ্গায়িত।

রেওয়া মালভূমি:-

- এই মালভূমিটি বিন্দু পর্বতের পূর্ব দিকে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত।



Zero-Sum is an Edu-Tech start up operating from a remote countryside and connecting millions to help them achieve their dreams

ভারতের ভূগোল

পূর্বভারতের উচ্চভূমি ও মালভূমি

- পূর্বভারতের উচ্চভূমি ও মালভূমি ছোটনাগপুরের মালভূমি, বাঘেলখন্দ মালভূমি, গড়জাত পাহাড় ও দণ্ডকারণ্য মালভূমি নিয়ে গঠিত ।

ছোটনাগপুরের মালভূমি:-

- রাঁচি মালভূমি, হাজারীবাগ মালভূমি এবং কোডারমা মালভূমি নিয়ে গঠিত ছোটনাগপুরের মালভূমি।
- এই মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা পরেশনাথ (১৩৬৬ মিটার)। পরেশনাথ পাহাড় জৈনদের তীর্থস্থান ।
- এখানে বেশ কয়েকটি জলপ্রপাত আছে। হৰ্ডু (সুবর্ণরেখা নদীর দ্বারা সৃষ্টি), জোনা বা গৌতমধারা, দশম(কাঞ্চি নদীর দ্বারা সৃষ্টি) ও রাজারামা জলপ্রপাত উল্লেখযোগ্য ।
- ছোট নাগপুর মালভূমির পূর্ব পশ্চিমে অবস্থিত দামোদর গ্রন্ত উপত্যকা। দুটি উচ্চস্থানের মধ্যবর্তী নিচুজমিকে গ্রন্ত উপত্যকা বা Rift Valley বলে ।
- দামোদর উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত রাঁচি মালভূমির পশ্চিম অংশের উচ্চ ভূমিকে প্যাট বলে ।
- এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১০০০ মিটার ।
- হাজারীবাগ মালভূমির উত্তরে লাভা গঠিত রাজমহল পাহাড় ও দলমা পাহাড় অবস্থিত ।

বাঘেলখন্দ মালভূমি:-

- গ্রানাইট ও প্রাচীন পাললিক শিলায় গঠিত বাঘেলখন্দ মালভূমিটি মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশে এটি অবস্থিত। এটি ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চল ।
- উত্তরে শোন নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ।

ভারতের ভূগোল

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি-

- দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ত্রিভূজাকৃতি।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখন্ড গঙ্গোয়াল্যান্ডের অংশ বিশেষ এই মালভূমি আপ্নেয় ও রূপান্তরিত (গ্রাণাইট ও নিস) শিলা দ্বারা গঠিত।
- **দাক্ষিণাত্যের মালভূমির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ হল মেঘালয় মালভূমি ।**
- তিনিদিকে সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত বলে একে উপদ্বিপ(Peninsula) বলে ।
- দাক্ষিণাত্যের মালভূমিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মূল ভূখন্ড ।

দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চল

পশ্চিমঘাট পর্বত বা সহ্যাদ্রি পর্বত মালা:-

- আরব সাগরের দিকে পশ্চিমাংশ খাড়া ভাবে উঠেগেছে।
- **পূর্বের ঢাল তুলনামূলক অনেক কম। পূর্বের এই পর্বতমালা সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নিচে নেমে এসেছে ।**
- লাভা দ্বারা গঠিত বলে এই পর্বতমালার উত্তরাংশের পাহাড়গুলির চূড়া চ্যাপ্টা
- **গোদাবরী ,কৃষ্ণা,কাবৈরী নদীগুলি পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্নি লাভ করেছে ।**
- **কেরালাতে অবস্থিত আনামালাই পাহাড়ের আনামুদি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।** সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আনামুদি (২,৬৯৫ মিটার)। একে দক্ষিণের এভারেস্ট বলা হয় ।
- **পশ্চিমঘাট পর্বতে কয়েকটি গিরিপথ বা গ্যাপ আছে ।**
- পালঘাট -তামিলনাড়ু ও কেরালার মধ্যে অবস্থিত ।
- থলঘাট- মুম্বাই ও নাসিকের মধ্যে অবস্থিত ।
- ভোর ঘাট - মুম্বাই ও পুনের মধ্যে অবস্থিত ।

ভারতের ভূগোল

পূর্বঘাট পর্বতমালা (মলয়ান্দি পর্বতমালা)

- পচামালাই, জাভাদি, সেভরয়, নান্নামালাই প্রভৃতি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের সমষ্টিয়ে পূর্বঘাট পর্বত মালা গঠিত ।
- বঙ্গোপসাগর তীর বরাবর বিস্তৃত
- অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত আরমাকোন্ডা বা সীতাম্বাকোন্ডা (১৬৮০মিটার) পূর্বঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ।

সাতপুরা পর্বত

- দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তরে অবস্থিত **সাতপুরা পর্বত একটি স্তুপ পর্বত (Block Mountain)**।
- দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তরে অবস্থিত । এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ধূপগড় (১৩৫০ মিটার)।
- সাতপুরা কথার অর্থ সাতটি পর্বত যুক্ত ।
- **সাতপুরার দুপাশে** বয়েচলেছে নর্মদা নদী ও তাঙ্গী নদী ।
- এই দুটি নদী **গ্রাবেন জাতীয় গ্রন্ত উপত্যকার** মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ।
- নর্মদা সাতপুরা ও বিস্ত্য পর্বতমালার মধ্যে গ্রন্ত উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলেছে।
- **সাতপুরার নিকট** **মহাকাল পর্বতের** সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অমরকন্টক(১,০৪৮ মিটার)।
অমরকন্টক সাতপুরা ও বিস্ত্যার সংযোগস্থলে অবস্থিত ।
- অমরকন্টক থেকে নর্মদা নদী ও শোন নদী উৎপন্ন হয়েছে ।
- পাঁচমারি মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ।
- **সাতপুরা ,মহাদেব ,মহাকাল ক্ষয় জাত পর্বতমালা**



**Attend Online Classes on your
mobile phone**

ভারতের ভূগোল

নীলগিরি:

- পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নীলগিরি পর্বত গ্রহিতে মিলিত হয়েছে ।
- নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্খ দোদাবেতা (২৬৩৭ মিটার)।
- এরই পাদদেশে উটি শৈলাবাসটি অবস্থিত ।
- নীল কুরঞ্জি (১২ বছর অন্তর ফোটে)নামক নীল ফুলের জন্য একে নীল গিরি বলা হয় ।
- নীলগিরি পর্বতের দক্ষিণে পালঘাট গিরিপথ অবস্থিত ।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মূল ভূখণ্ড

মহারাষ্ট্র মালভূমি/ড্যাকান ট্র্যাপ :

- প্রধানত মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের লাভা মালভূমি অঞ্চলটি ড্যাকান ট্র্যাপ নামে পরিচিত।
- সমগ্র মালভূমিটি পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে বলে একে ড্যাকান ট্র্যাপ বলে ।
- ব্যাসল্ট শিলা দিয়ে গঠিত লাভাজাত মাটি কালো রঙের । তাই এই অঞ্চলের নাম দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল ।
- এই মৃত্তিকার অপর নাম রেণ্টের । এই মাটি কার্পাস চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস বা তুলা চাষ হয় ।
- জলধারণের ক্ষমতা অনেক বেশি অল্প লবণাক্ত । চুন ও কাদার ভাগ বেশি ।



Attend Online CLasses on your
mobile phone

ভারতের ভূগোল



কর্ণাটক মালভূমি :

- মাটি লাল রঙের
- চওড়া পাহাড়ি অঞ্চলকে মালনাদ বলে এবং নীচ-তরঙ্গায়িত ভূমিকে ময়দান বলা হয়।

তেলেঙ্গানা মালভূমি:

- এই অঞ্চলে সাতমালা উল্লেখযোগ্য পর্বত।



ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE
PLATFORMS FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

ভারতের ভূগোল

ভারতের উপকূলের সমভূমি অঞ্চল



- আরব সাগরের তীর বরাবর এই সমভূমি।
- **কচ্ছ উপবিপ** : কচ্ছ কথার অর্থ জলাময় দেশ। কচ্ছ ওজরাটের একটি জেলা। **এটি ভারতের সর্ব বৃহৎ জেলা**
- এর উত্তরে রয়েছে প্রেট রণ। রণ কথার অর্থ কর্দমাক্ষ ও লবনাক্ষ নিম্ন ভূমি। **এটি লবনের জন্য বিখ্যাত। শুধু মরুভূমি বলা হয়।**

ভারতের ভূগোল

- কচ্ছের দক্ষিণ পূর্বে রয়েছে ক্ষুদ্র রন বা লিটিল রন। এখানে বন্য গাধাদের জন্য স্যাংচুয়ারি আছে।
- কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ : কচ্ছ উপসাগর, আরব সাগর ও খাস্তাত উপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।
- গিরনার পাহাড়ের গোরক্ষনাথ উপদ্বীপের সর্বোচ্চ অংশ। এখানেই গির সিংহের বাসভূমি।
- কক্ষন উপকূল -মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্ণাটক রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। সবচেয়ে ভগ্ন উপকূল। মুম্বাই বন্দর এই উপকূলে অবস্থিত।
- কর্ণাটক উপকূল : নেএবতী, সরাবতী পশ্চিম বাহিনী নদী গুলি উল্লেখযোগ্য। সরাবতী নদীর উপর গেরসংগ্রহ জলপ্রপাত এখানে অবস্থিত।
- কেরালা বা মালাবার উপকূল: লেগুন বা ব্যাক ওয়াটার এখানে দেখা যায়। উপত্তু গুলিকে কেরালাতে লেগুন বলা হয়।
- কেরালা উপকূলের জলাভূমিকে ব্যাক ওয়াটার বলা হয়।
- ভারতের দীর্ঘ তম হৃদ ভেষ্ণাদ কয়াল এখানে অবস্থিত। এছাড়া অষ্টমুদি, কায়ম কুলম হৃদ এখানে অবস্থিত।



ভারতের ভূগোল

পূর্ব উপকূলের সমভূমি:-

- ভারতের পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগর উপকূলের সমভূমি পশ্চিম উপকূলের সমভূমির তুলনায় বেশি চওড়া ও সমতল ।
- উত্তর সরকার উপকূল -ওডিশা উপকূলে ভারতের বৃহত্তম লেগুন বা উপহ্রদ চিলকা
অবস্থিত ।
- অন্ধ উপকূল : গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে কোলেরু ও পুলিকট উপহ্রদ
অবস্থিত ।
- **করমন্ডল উপকূল :**
- কৃষ্ণা নদীর ব দ্বীপ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ।
- এই উপকূলে অবস্থিত তামিলনাড়ুর তাঙ্গাভুর জেলায়খানে বছরে দুবার বৃষ্টি পাত
হয়।গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ -পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে।এবং শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমি
বায়ুর (প্রত্যাবর্তন কারী দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু) প্রভাবে এখানে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়।
- এখানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়।এই অঞ্চলকে দক্ষিণ ভারতের শস্যভান্দার বলা হয়।
- এই উপকূলে কাবেরী নদীর বিশাল ব দ্বীপ দেখা যায় ।

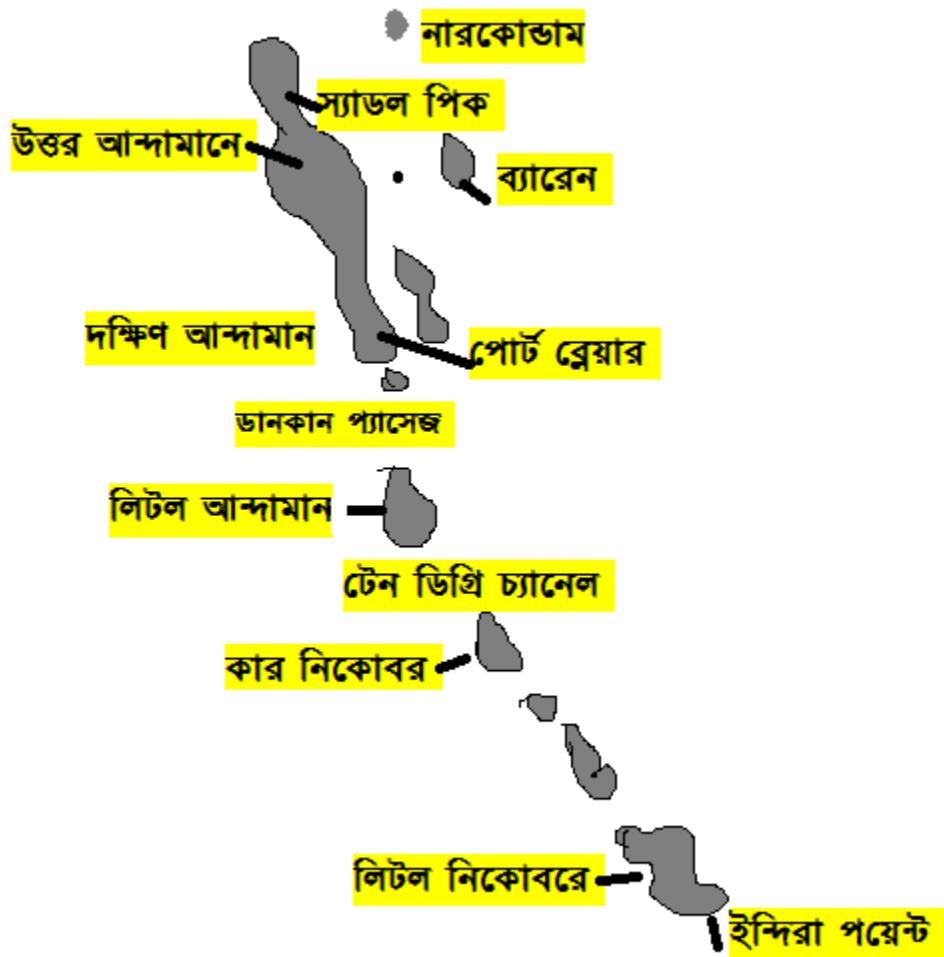


Attend Online Classes on your
mobile phone

ভারতের ভূগোল

ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ :

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ :



- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ।
- প্রায় ৫৭০টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ।
- আন্দামানে আছে ৫৫০টি দ্বীপ। এর মধ্যে ২৮টি দ্বীপ বসতি দেখায়। নিকোবর গঠিত ২২টি দ্বীপ নিয়ে। এরমধ্যে ১০টিতে বসতি দেখা যায় ।
- আন্দামান এবং নিকোবর(লিটল আন্দামান ও কার নিকোবর) টেন ডিগ্রি চ্যানেল দ্বারা পৃথক রয়েছে ।
- আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্রেয়ার দক্ষিণ আন্দামানে অবস্থিত ।

ভারতের ভূগোল

- সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজির সর্বোচ্চ শৃঙ্খল স্যাডল পিক (৭৩২ মিটার)।
- স্যাডল পিক উত্তর আন্দামানে অবস্থিত।
- নিকোবরের সর্বোচ্চ শৃঙ্খল মাউন্ট থুলিয়ের (৬৪২ মিটার)।
- আন্দামানে ভারতের একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয় গিরি ব্যারেন ও সুপ্ত আগ্নেয়গিরি নারকোভাম অবস্থিত। ১২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ বার লাভা উদগীরণ হতে দেখা গেছে।
- দক্ষিণ আন্দামান ও লিটল আন্দামান ডানকান প্যাসেজ দ্বারা পৃথক রয়েছে।
- লিটল নিকোবরে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের শেষতম বিন্দু ইন্দ্রিয়া পয়েন্ট অবস্থিত।

- আন্দামান নিকোবরে আছে তিনটি জেলা। যথা উত্তর ও মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান এবং নিকোবর।
- সেন্টিনেলিজ, জারোয়া, ওঙ্গি নেগ্রিটো নামক উপজাতিদের বাস আন্দামানে। শঙ্গেন নামক মঙ্গোলিয় উপজাতি দেখা যায় নিকোবরে।
- বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি কথা বলে আন্দামান ও নিকোবরের অধিবাসীরা।
- সুভাষচন্দ্র বসু আন্দামান ও নিকোবরের নাম রেখেছিলেন যথাক্রমে শহীদ দ্বীপ এবং স্বরাজ দ্বীপ।

লাক্ষাদ্বীপ

- আরবসাগরে ২৫ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত লাক্ষাদ্বীপ, আমিনদিভি ও মিনিকয় দ্বীপাঞ্চল টি।
- এই দ্বীপগুলি প্রবাল দ্বারা গঠিত (প্রবাল নামক সামুদ্রিক কীটদের দেহবশেষ দ্বারা গঠিত)
- এদের মধ্যে মিনিকয় দ্বীপটি বৃহত্তম।
- লাক্ষাদ্বীপের রাজধানী কাভারান্তি।

- ৮° চ্যানেল মিনিকয় কে মালদ্বীপের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।
- ৯° চ্যানেল লাক্ষাদ্বীপ কে মিনিকয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

ভারতের ভূগোল



ভারতের নদনদী

- ভারতের নদনদী গুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা উত্তর ভারতের নদী ও দক্ষিণ ভারতের নদী ।
- উত্তর ভারতের নদীগুলি সারা বছরই হিমবাহ গলা জলে পূর্ণ থাকে (Perennial rivers)।
অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি বৃষ্টির জলে বা ঝর্নার জলে পুষ্ট। তাই সারাবছর জল থাকেনা(Non- Perennial rivers) ।

ভারতের ভূগোল

- দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির চেয়ে উত্তর ভারতের নদীগুলি অপেক্ষাকৃত নবীন ও ক্ষয় কার্য -
সম্মত কার্য অনেক বেশি ।
- উত্তর ভারতের নদীগুলিতে অনেক সময় অশ্঵ক্ষুরাকৃতি হৃদ দেখা যায় কিন্তু দক্ষিণ ভারতের
নদীগুলিতে তা দেখা মেলেনা ।
- উত্তর ভারতের নদীগুলি জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনুপযুক্ত কিন্তু দক্ষিণ ভারতের খরচোতা
নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উপযুক্ত ।

উত্তর ভারতের নদী

সিঙ্গু নদ :

- সিঙ্গু নদ তিক্বতের মানস সরোবরের উত্তরে **অবস্থিত বোকার্চু হিমবাহ** থেকে উৎপন্ন
হয়েছে।
- তিক্বতি ভাষায় সিঙ্গু নদের নাম সেঙ্গে জাংবো/ সিজিঘ খান্দাম ।
- ২৮৮০ কিমি দীর্ঘ সিঙ্গু নদী ভারতের উপর দিয়ে ৭০৯ কিমি প্রবাহিত হয়েছে।
- সিঙ্গু করাচীর নিকট আরব সাগরে পতিত হয়েছে ।
- সিঙ্গুর উপনদী শিয়োক কাশ্মীরের মধ্যে সিঙ্গুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ।
- সিঙ্গু বা ইন্ডাস নদীর প্রধান যে পাঁচটি উপনদী আছে (বিলম ,চেনাব,রভি,বিয়াস ও
সতলেজ) তার মধ্যে সতলেজ বা শতজ্ঞ দীর্ঘতম।এমন কি সিঙ্গুর চেয়েও(ভারতীয়
সীমানায়) ।
- সতলেজ ও ইন্ডাস নদী দুটি তিক্বত (চিন) থেকে উৎপন্নি ।
- বিলম বা বিতস্তা কাশ্মীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে ।
- চেনাব বা চন্দ্রভাগা ,রভি বা ইরাবতী এবং বিয়াশ বা বিপাশা হিমাচল প্রদেশ থেকে উৎপন্ন
হয়েছে ।
- বিয়াশ একমাত্র নদী যেটি ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাত ট্রাঙ্গবাউভারি রিভার নয় ।
- বিয়াশ এবং সতলেজ এই দুটি নদী কাশ্মীরের ভিতর দিয়ে যায়নি ।

ভারতের ভূগোল

- ১৯৬০ সালের সিঙ্গু চুক্তি অনুসারে বিয়াশ ,রত্নি ও সতলজের জলপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে থাকে । আর ইন্ডাস ,চেনাব এবং খিলমের জলপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ যায় পাকিস্তানের হাতে ।
- নিম্ন বা কিষাণ গঙ্গা খিলমের (বিতস্তা) উপনদী ।
- উরি ড্যাম খিলমের উপর অবস্থিত ।
- খিলম বা বিতস্তার তীরে শ্রীনগর শহরটি অবস্থিত ।
- সালাল ড্যাম ,বাগলিহার ড্যাম , ডাল হাস্তি জলবিদ্যুৎ গড়ে উঠেছে চন্দ্রভাগা বা চেনাবের উপর ।
- রঞ্জিত সাগর ড্যাম বা থেন ড্যাম ইরাবতী বা রাত্তির উপর অবস্থিত ।
- বিপাশা বা বিয়াস নদীটির তীরে মানালী শহরটি অবস্থিত ।
- বিপাশা বা বিয়াসের উপর পং ড্যাম ,লারজি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত ।
- ভাকরা নাঙাল বাঁধ , নাফথা ঝাঁকি ড্যাম শতদ্রু বা সতলজ নদীর উপর গড়ে উঠেছে ।



ভারতের ভূগোল

গঙ্গা নদী:

- গঙ্গা ভারতের দীর্ঘতম নদী। গঙ্গানদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৫১০ কিমি, এর মধ্যে ২০১৭ কিমি ভারতে প্রবাহিত।
- কুমারুন হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ নামে গুহা থেকে ভাগীরথী নামে উৎপন্ন হয়েছে।
- দেবপ্রয়াগে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলিত স্রোত ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়ে গঙ্গা নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।
- রূদ্র প্রয়াগে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সাথে মিলিত হয়েছে।



mail us: contact@zerosum.in

ভারতের ভূগোল

- ভাগীরথীর উপর তেহরি ড্যাম ,কোটেশ্বর ড্যাম অবস্থিত ।
- গঙ্গেট্রী থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত প্রায় ৩২০ কিমি গঙ্গার উচ্চ বা পার্বত্য গতি ।
- হরিদ্বারের থেকে গঙ্গা সমভূমিতে অবতরণ করেছে ।
- গঙ্গা এলাহাবাদের নিকট গঙ্গার প্রধান উপনদী যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে । প্রয়াগ নামে পরিচিত এই স্থানে তিনটি নদীর সঙ্গম স্তল -গঙ্গা,যমুনা ও সরস্বতী(ত্রিবেণী সঙ্গম)।এখানেই প্রতি বাবো বছর অন্তর বসে কুণ্ঠ মেলা । এখানেই মহাত্মা গান্ধীর অস্তি বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল ।
- গঙ্গার নিম্ন গতি রাজমহল পাহাড়ের কাছে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের কাছে ভাগীরথী ও পদ্মা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে
- পদ্মা বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়ে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র)র সাথে মিলিত হয়েছে ।
- এরপর পদ্মা-যমুনার মিলিত প্রবাহ মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে ।
- পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ থেকে হৃগলি জেলা পর্যন্ত গঙ্গা ভাগীরথী নামে প্রবাহিত হয়েছে ।
হৃগলি জেলা থেকে ভাগীরথী বা গঙ্গা হৃগলি নদী নাম নিয়ে বঙ্গোপ সাগরে পতিত হয়েছে।
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার বদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বদ্বীপ(Delta) ।



Attend Online CLasses on your
mobile phone

ভারতের ভূগোল



- গঙ্গার বাম তীরস্থ উপনদী - রামগঙ্গা, গোমতি, ঘর্ঘরা, গন্দক, কোশী উল্লেখযোগ্য।
- গঙ্গার ডান তীরস্থ উপনদী - এগুলি দক্ষিণ দিক দিয়ে এসে গঙ্গাতে মিলিত হয়েছে।
উল্লেখযোগ্য ডান তীরস্থ উপনদীগুলো হল শোন, যমুনা, তামশা, পুনপুন ইত্যাদি।
- গঙ্গার তীরে কলকাতা, নবদ্বীপ, পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, হরিদ্বার প্রভৃতি বিখ্যাত শহর ও তীর্থকেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

- ✓ গঙ্গার উচ্চগতি-গঙ্গোত্তী থেকে হরিদ্বার।
- ✓ মধ্যগতি - হরিদ্বার থেকে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা।
- ✓ নিম্ন গতি - মুর্শিদাবাদ থেকে গঙ্গাসাগর মোহনা।
- গঙ্গার তিনটি নদী স্পষ্ট বলে গঙ্গাকে আদর্শ নদী বলা হয়।

ভারতের ভূগোল

- গঙ্গার প্রধান উপনদী যমুনা যমুনোগ্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে এলাহাবাদ বা প্রয়াগে এসে ডান দিক থেকে গঙ্গায় পতিত হয়েছে ।
- চম্বল, বেতোয়া, কেন প্রভৃতি যমুনার উল্লেখযোগ্য উপনদী ।
- যমুনার তীরে অবস্থিত ভারতের রাজধানী দিল্লী ।
- চম্বল নদী মধ্যপ্রদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে রাজস্থানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে উত্তর প্রদেশে যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে ।
- কোটা শহর চম্বলের তীরে অবস্থিত ।
- গান্ধী সাগর ড্যাম ,রাণা প্রতাপ সাগর ড্যাম ,জহর সাগর ড্যাম চম্বল নদীর উপর অবস্থিত।
- বানাস ,শীপ্রা ,মেজ চম্বলের উপনদী ।
- শোন নদী-দক্ষিণ দিক দিয়ে এসে উত্তরে বিহারের দানাপুরে গঙ্গার সাথে মিলিত হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে ইন্দ্রপুরি ব্যারেজ শোন নদীর উপর অবস্থিত ।
- ঘর্ঘরা - মানস সরোবরের নিকট উৎপন্নি । নেপালে কর্ণালি নামে পরিচিত । প্রধান উপনদী সরযু সরযু নদীর তীরেই অযোধ্যা অবস্থিত ।
- কোশি - প্রায়ই গতিপথ পরিবর্তন করে । বন্যায় প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি করে বলে কোশিকে বিহারের দুঃখ বলা হয় ।

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484



ভারতের ভূগোল

ব্রহ্মপুত্র নদ :



Zero-Sum is an Edu-Tech start up operating from a remote countryside and connecting millions to help them achieve their dreams

ভারতের ভূগোল

- তিব্বতের মানস সরোবরের নিকটবর্তী চেমায়ং-দুং হিমবাহ থেকে উৎপন্নি।
- তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রকে সাংপো ,চিনে ইয়ারলাং জাংবো, অরুণাচল প্রদেশে দিহাং,বোড়ো ভাষায় বুরলুং ভুতুর ও বাংলাদেশে যমুনা বলে।
- ব্রহ্মপুত্র ভারতে অরুণাচল প্রদেশে(নামচাবাওয়ার কাছে) দিহং নামে প্রবেশ করেছে ।
- আসামে সাদিয়ার কাছে দিহং নদীটি, দিবং ও লোহিত এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হয়েছে ।
- ধুবড়ির কিছু দূরে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ যমুনা নামে বাংলা দেশে প্রবেশ করেছে এবং পরিশেষে পদ্মাৰ সঙ্গে মিলে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে ।
- ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখযোগ্য উপনদীগুলির মধ্যে সুবনসিরি, ধানসিরি, বরাক, কামেং, মানস, বুড়ি-দিহাং, দিসাং, কপিলি ,তিস্তা, তোর্সা ও প্রধান ।
- ডিক্রুগড়, তেজপুর এবং গুয়াহাটি হল ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত ।
- ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় অবস্থিত মাজুলি দ্বীপ বিশ্বের সর্ব বৃহৎ নদীদ্বীপ এবং মাজুলিদ্বীপ ভারতের প্রথম দ্বীপ জেলা ।
- ভূপেন হাজারিকা সেতু বা ঢোলা-সাদিয়া সেতু হল অসম রাজ্যে লোহিত নদীর উপর নির্মিত একটি সেতু। এটি ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম সড়ক সেতু(৯ ১৫. কিলোমিটার দীর্ঘ)।এই সেতু প্রতিবেশী দুই রাজ্য অসম আৱ অরুণাচল প্রদেশকে যুক্ত করেছে।

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy support till Success!



ভারতের ভূগোল

দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী

▷ দক্ষিণ ভারতের নদনদীগুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা:- (১) পশ্চিম বাহিনী নদী ও (২) পূর্ব বাহিনী নদী।

- ▷ পশ্চিম বাহিনী নদীগুলি আরব সাগরে পতিত হয়েছে ও পূর্ব বাহিনী নদীগুলি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।
- ▷ পশ্চিম বাহিনী নদীগুলির মোহনায় কোন ব দ্বীপ দেখা যায়না।
- ▷ দক্ষিণ ভারতের বেশির ভাগ নদী পূর্ব বাহিনী। কিন্তু তাপ্তি এবং নর্মদা গ্রন্থ উপত্যকার মাধ্যে দিয়ে যাবার জন্য এই নদীগুলি পশ্চিম বাহিনী।



ভারতের ভূগোল

পূর্ব বাহিনী নদী-

গোদাবরী-

- দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম নদী গোদাবরী, এর দৈর্ঘ্য ১৪৬৫ কিমি ।
 - গোদাবরী মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে ত্রিপুর মালভূমি থেকে নির্গত হয়ে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, ছত্রিশ গড়, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরির মধ্যে দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে ।
 - পলি সঞ্চয় করে মোহনায় বিস্তীর্ণ ব দ্বীপ সৃষ্টি করেছে ।
 - গোদাবরীকে বৃন্দ গঙ্গা বা দক্ষিণী গঙ্গা বলা হয় ।
 - শ্রীরামসাগর ড্যাম গোদাবরীর উপর অবস্থিত ।
-
- গোদাবরীর বাম তীরস্থ উপনদীগুলি- প্রথিতা, ইন্দ্রাবতী, শবরী(প্রথিতা হল পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা ও বেনগঙ্গার মিলিত স্রোত)
 - গোদাবরীর ডান তীরস্থ উপনদীগুলি- মঞ্জীরা, ডারনা, প্রাভারা
 - নাসিক ও রাজমুন্দী (Tobacco Research Institute অবস্থিত) শহর দুটি গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ।

কৃষ্ণ নদী :

- মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মহাবালেশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়েছে ।
 - মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপর দিয়ে গিয়ে মোহনায় বদ্বীপ সৃষ্টি করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে ।
 - কাবেরীকে 'দক্ষিণের গঙ্গা' বলা হয় ।(গোদাবরীকে বৃন্দ গঙ্গা বা দক্ষিণী গঙ্গা বলাহয়)
-
- কৃষ্ণ নদী গোদাবরীর পর দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী (১৪০০ কিমি দৈর্ঘ্য) ।
 - কৃষ্ণের উপনদীগুলির মধ্যে কয়না, সীনা, ভীমা, তুঙ্গভদ্রা, মুসী, বেদবতী প্রধান ।
 - মুসী নদীর তীরে হায়দ্রাবাদ শহরটি অবস্থিত ।
 - তুঙ্গভদ্রা নদীটি তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুটি নদীর মিলিত স্রোত ।

ভারতের ভূগোল

- তুঙ্গবদ্ধার অপর নাম পম্পা। তুঙ্গবদ্ধার তীরে হাস্পি শহরটি অবস্থিত ।
- কৃষ্ণা নদীর উপর নাগার্জুনসাগর ড্যাম ,ঐ সালেম ড্যাম ,আলমাটি ড্যাম গড়ে উঠেছে ।
- বিজয়বাড়া শহরটি কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত ।

কাবেরী নদী :

- কাবেরী নদী পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার তালকাবেরী থেকে উৎপন্ন হয়েছে ।
- নদীটি কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । এই নদীর দৈর্ঘ্য ৮০০ মিটার।
- দীর্ঘদিন ধরে এই নদীর জলবন্টন কে কেন্দ্র করে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে বিবাদ চলছে । এই নদীর অববাহিকা কর্ণাটক ,কেরালা ,তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির মধ্যে বিস্তৃত ।
- শিবসমুদ্রম নামক জলপ্রপাতটি কাবেরী নদীর উপর অবস্থিত ।
- কাবেরীর উপনদীগুলির মধ্যে হিমবতী, সিমসা ,অমরাবতী, কাবানি,লোকপাতানি ও তৰানী প্রধান ।
- কাবেরী তামিলনাড়ুতে বৃহৎ একটি ব দ্বীপ সৃষ্টি করেছে ।
- মেটুর ড্যাম এই নদীর উপর অবস্থিত ।
- তিরঞ্চিরাপল্লী শহরটি কাবেরীর তীরে অবস্থিত ।

মহানদী:

- ছত্তিশ গড়ের দন্তকারণ্য থেকে উৎপত্তি লাভ করে ওডিশার উপর দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে ।
- মহানদীর তীরে ছত্তিশ গড়ের রাজধানী রাইপুর ও কটক শহর দুটি অবস্থিত ।
- ভারতের দীর্ঘতম ড্যাম হিরাকুঁদ এই নদীর উপর গড়ে উঠেছে ।
- মহানদীর উপনদী : ইব,মান্দো,হাসদো,সেওনাথ,ওঁ ,তেল

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

ভারতের ভূগোল

সুবর্ণ রেখা :

- রাঁচি মালভূমি থেকে নির্গত হয়ে বাড়খন ,পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা) এবং ওডিশার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে ।
- এই নদীর তীরে জামসেদপুর শহরটি অবস্থিত ।

পশ্চিম বাহিনী নদী

নর্মদা নদী:

- পশ্চিমবাহিনী নদীর মধ্যে দীর্ঘতম (১৩১০ কিমি)।
- মহাকাল পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অমরকন্টক থেকে উৎপন্ন হয়ে বিঞ্চ্ছ ও সাতপুরার সংকীর্ণ ঘ্যাবেন জাতীয় গিরিখাত (Rift Valley) অতিক্রম করে খাস্ত উপসাগরে /কান্থে উপসাগরে পড়েছে ।
- নর্মদা নদী কোন ব দ্বীপ সৃষ্টি করেনি ।
- মধ্যপ্রদেশ ,মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এই তিনটি রাজ্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ।
- নর্মদাকে রেওয়া নামেও ডাকা হয়ে থাকে
- নর্মদা জবলপুরের নিকটবর্তী ধুঁয়াধর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। শ্বেতপাথরের উপর থেকে পতিত হচ্ছে এই জলপ্রপাত কে মার্বেল জলপ্রপাত বলা হয় ।
- নর্মদার উপনদী: হিরণ, বর্ণা, কোলার, তাওয়া, কুন্ডি ।
- নর্মদা নদীর উপর ইন্দিরা সাগর (মধ্যপ্রদেশ), সর্দার সরোবর (গুজরাট) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলি গড়ে উঠেছে ।

Want to join Civil Service?

Join the #FightBack Club at
Zero-Sum!

ভারতের ভূগোল

তাপ্তি নদী :

- নর্মদার যমজ নদী বলা হয়। মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পর্বতের মুলতাই রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে উৎপন্ন হয়ে সাতপুরা ও অজন্তার মধ্যবর্তী গ্রন্ত উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুরাটের কাছে খাসাত উপসাগরে পড়েছে।
- তাপ্তি নদী মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এই তিনটি রাজ্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
- তাপ্তি নদীর উপর কাকরাপাড়া ও উকাই ড্যাম (গুজরাট) গড়ে উঠেছে।
- তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট শহর ও মধ্য প্রদেশের নেপা নগর (নিউজ প্রিন্টের জন্য বিখ্যাত) অবস্থিত।
- তাপ্তির উপনদী : পূর্ণা, বেতাল, পাটকি, অমরাবতী গাঞ্জাল, বোকাদ

লুনি নদী:

- লুনি নদী আরাবল্লী পর্বতের নিকটবর্তী আনাসাগর ত্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে থর মরুভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কচ্ছের রণে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৪৮২ কিমি।
- লুনি ভারতের অন্যতম অন্তর্বাহিনী নদী (যে নদী কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সমুদ্রতে পতিত না হয়ে দেশের মধ্যে কোন জলাশয়ে পড়ে তাকে অন্তর্বাহিনী নদী বলে)
- লুনি লবণাক্ত জলের নদী।
- এর উপনদী: জওয়াই সুকরী, বন্দী

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy support till Success!



ভারতের ভূগোল

সবরমতী:

- সবরমতী নদী আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে খাস্ত উপসাগরে (কাষে উপসাগর) পড়েছে।
- সবরমতির দৈর্ঘ্য ৩৭১ কিমি।
- **আহমেদাবাদ ও গাঞ্জীনগর সবরমতীর তীরে অবস্থিত।**
- এর উপনদী গুলি :ওয়াকুল, হারনভ, ভাতরাক

মাহী নদী :

- বিঞ্চ পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে খাস্ত উপসাগরে পড়েছে।
- মাহী মধ্যপ্রদেশ ,গুজরাট ও রাজস্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
- উপনদী: সোম ,অনস,পানাম
- মাহীর উপর বাণেশ্বর ড্যাম অবস্থিত।

শ্রাবতী :

- কর্ণাটকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবাহিনী নদী রূপে আরব সাগরে পড়েছে।
- **শ্রাবতী বিখ্যাত যোগ জলপ্রপাত বা গেরসোঞ্চা জলপ্রপাতটি সৃষ্টি করেছে।**

Zero-Sum is an Edu-Tech start up operating from a remote countryside and connecting millions to help them achieve their dreams

ভারতের ভূগোল

ভারতের মৃত্তিকা

- Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ভারতের মাটিকে ৮ ভাগে ভাগ করেছে -
পাললিক মৃত্তিকা ,কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা রেগুর , লোহিত মৃত্তিকা বা লাল মাটি ,ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ,পার্বত্য মৃত্তিকা, মরু অঞ্চলের মৃত্তিকা , ক্ষারিয় ও লনণাক্ত মৃত্তিকা, মার্শ ও পিট মৃত্তিকা ।

পাললিক মৃত্তিকা [Alluvial soil] :

- ভারতের উত্তরের বিশাল সমভূমি অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। গঙ্গা ,ব্ৰহ্মপুত্ৰের পলি দ্বারা গঠিত ।
- ভারতে সর্বাধিক অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এই মৃত্তিকা (প্রায় ৪৩%)।
- পাললিক মৃত্তিকাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় । খাদার মৃত্তিকা ও ভাঙ্গর মৃত্তিকা ।
- খাদার মৃত্তিকা :- নদীর প্লাবন ভূমিতে নবীন পলি দ্বারা খাদার মৃত্তিকা গঠিত হয় । খাদার মৃত্তিকায় বালির ভাগ বেশি থাকে ।
- ভাঙ্গর মৃত্তিকা :- নদী-দূরবর্তী উচ্চভূমিতে প্রাচীন পলি দ্বারা ভাঙ্গর মৃত্তিকা গঠিত হয় ।
ভাঙ্গর মৃত্তিকায় কাদার ভাগ বেশি ।



ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE
PLATFORMS FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

ভারতের ভূগোল

কৃষ্ণ মৃত্তিকা(Black Soil)

- দাক্ষিণাত্যের লাভা মালভূমি অঞ্চলে এই বিশেষ মৃত্তিকা দেখা যায় ।
- এই মাটি রেণুর বা কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা নামেও পরিচিত । এই মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে
কার্পাস উৎপন্ন হয় ।
- লাভা গঠিত ব্যাসল্ট শিলা থেকে এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হওয়ার জন্য এই মৃত্তিকার রঙ
কালো।
- এই মৃত্তিকায় চুন ও কাদার ভাগ বেশি থাকায় এর জলধারণের ক্ষমতা বেশি ।
- এই মৃত্তিকা পাওয়া যায় মহারাষ্ট্র(প্রধানত) ,গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও
তামিলনাড়ু রাজ্যে পাওয়া যায় ।

লোহিত মৃত্তিকা [Red soil]

- আর্কিয়ান যুগের গ্যানিট-নাইস প্রভৃতি প্রাচীন শিলা ক্ষয়ীভূত হয়ে লোহিত মৃত্তিকার সৃষ্টি
করেছে ।
- লোহার ভাগ বেশি থাকার কারণে এই মাটির রঙ লাল ।
- ছোটনাগপুর ,ওডিশা, মধ্যপ্রদেশ , অন্ধ্র প্রদেশ ,তামিলনাড়ু , কর্ণাটক অঞ্চলে এই মাটি
দেখা যায় ।

ল্যাটেরাইট মাটি

- ইটের মত শক্ত ও লাল রঙের বলে এই মৃত্তিকার নাম ল্যাটেরাইট । এই মৃত্তিকা অত্যন্ত
অনুর্বর ।
- কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, ওডিশা, মহারাষ্ট্র, অসম ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য অঞ্চলে দেখা
যায়

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484



ভারতের ভূগোল

পার্বত্য মৃত্তিকা

- অরণ্যের লতা পাতা পচে হিউমাসে রূপান্তরিত হয়েছে। মাঝারি উর্বর ,অম্লতাযুক্ত । এই অঞ্চলের পডসল মৃত্তিকা অনুর্বর ।
- সরলবর্গীয় বনভূমির লতাপাতা, কাণ্ড, ফুল, ফল প্রভৃতি জমে একধরণের অঞ্চল প্রকৃতির ধূসর রঙের অনুর্বর মাটির সৃষ্টি হয়, একে পডসল মৃত্তিকা বলা হয় ।
- পশ্চিম হিমালয় ও নীলগিরি পর্বতের উচ্চ পার্বত্য অংশে পডসল মৃত্তিকা দেখা যায় ।
- রূশ শব্দ পডসল এর মানে হল ধূসর ।

বালুকাময় মরু মৃত্তিকা

- রাজস্থান, গুজরাট ও কচ্ছের অংশ বিশেষে এই মৃত্তিকা দেখা যায় । লবনের ভাগ বেশি ।
- বালুকাময় মরু মৃত্তিকা সিরোজেম নামেও পরিচিত ।

লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মাটি

- বিহার ,উত্তর প্রদেশ ,হরিয়ানা,পাঞ্জাব, ও রাজস্থানে দেখা যায় ।
- এই মাটি রে,কালার,উর,থুর,রাকার,কাল এবং চোপান নামে পরিচিত ।

পিটি ও মার্শি

- পিটি মৃত্তিকা কেরালার কোট্টায়াম ও আলাপুর্বা জেলায় দেখা যায় । এই মৃত্তিকাকে কেরালায় কারি বলে ।
- মার্শি বা জলাভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা: পশ্চিমবঙ্গ ,ওডিশা ,কেরালা ও তামিলনাড়ুর উপকূলে দেখা যায়।



mail us: contact@zerosum.in

ভারতের ভূগোল

ভারতের জলবায়ু

- ভারত উষ্ণ -আর্দ্ধ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত ।
- কক্ষ ক্রান্তিরেখা ভারতের মাঝবরাবর যাওয়ার জন্য ভারতের জলবায়ু উষ্ণ -আর্দ্ধ ক্রান্তীয়।
- মৌসুমী বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ভারতকে আন্তঃমৌসুমী জলবায়ুর দেশ বলা হয় ।
- আবহাওয়া- কোন স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন অবস্থা ।
- জলবায়ু- কোন স্থানের অনেক দিনের (৩৫ বছরের বেশি)আবহাওয়ার গড় ।
- উত্তর ভারতের জলবায়ু দক্ষিণ ভারতের জলবায়ুর তুলনায় অনেক বেশি চরমভাবাপন্ন, অর্থাৎ উত্তর ভারতের শীত ও গ্রীষ্ম দুটোই খুব তীব্র ।
- গ্রীষ্মকালে মে মাসে উত্তর ভারতের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হয় ।
- শীতকালে উত্তর ভারতের তাপমাত্রা দক্ষিণ ভারতের তাপমাত্রার তুলনায় বেশ কম থাকে ।
- গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহের প্রভাবে ভারতের ঋতু পরিবর্তন হয় ।
- গ্রীষ্মকালে ভারতে মৌসুমি বায়ু যে দিক থেকে আসে, শীতকালে ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয় ।
- শীতকালে উত্তর ভারতের তাপমাত্রা দক্ষিণ ভারতের তাপমাত্রার তুলনায় বেশ কম থাকে ।
- উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে শীতকালে প্রায় শুকনো থাকে; তামিলনাড়ুর উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত করমণ্ডল উপকূল ছাড়া ভারতের অন্যত্র শীতকালে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না ।
- পশ্চিমী ঝঁঝঁা এবং বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের ফলে সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে শীতকালে কিছুটা বৃষ্টি হয় ।
- মৌসুমি বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা কোনও কোনও বছর ভারতে খরার অন্যতম প্রধান কারণ এবং অতিরিক্ত মৌসুমি বৃষ্টিপাত ভারতে বন্যার প্রধান কারণ ।

ভারতের ভূগোল

- ভারতের সব জায়গায় বৃষ্টিপাত সমান নয়। কোথাও বৃষ্টি অতিরিক্ত হয় আবার কোথাও বৃষ্টি অনেক কম হয়।
 - ভারতের পশ্চিম উপকূলের উত্তরাংশ, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঁজি, অসম, মিজোরাম, উত্তরবঙ্গ, ও পূর্ব হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫০ সেমির বেশি, তাই এদের অত্যধিক বৃষ্টিপাত্যুক্ত অঞ্চল বলে।
 - রাজস্থানের মরু অঞ্চল, লাদাখ ও কারাকোরাম অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম। তাই এই এদের শুষ্ক অঞ্চল বলা হয়।
 - হিমালয় পর্বতের অবস্থান ভারতীয় উপমহাদেশকে মধ্য এশিয়ার হাড় কঁপানো শীতের হাত থেকে রক্ষা করেছে। হিমালয় পর্বত না থাকলে ভারতেও রাশিয়া ও চিনের মতো তীব্র শীতের প্রাবল্য দেখা যেত।
-
- সমুদ্র থেকে আগত জলীয় বাস্প পূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ঢালে বাধা পেয়ে উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।
 - হিমালয়ের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে অনেকটা তুল্না অঞ্চলের মতো অতি শীতল জলবায়ু দেখা যায়।
-
- **বছরে দুবার বৃষ্টিপাত্যুক্ত অঞ্চল:** (Double Maxima Rainfall)-

✓ পাঞ্জাব -হরিয়ানা-(দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়।

(পশ্চিমী ঝাঙ্গার প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টি হয়)

✓ তামিলনাড়ুর করমণ্ডল উপকূল (দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়। উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়)

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

ভারতের ভূগোল

➤ পশ্চিমী ঝঁঝর প্রভাব (Impact of Western Disturbance)

শীতকালে ভূমধ্যসাগর থেকে আগত দুর্বল ঘূর্ণবাতের প্রভাবে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে (পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, জম্বু ও কাশ্মীর) মাঝে হাঙ্কা বৃষ্টি হয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত হয়। ইহাই পশ্চিমী ঝঁঝর নামে পরিচিত।

➤ মৌসুমি জলবায়ু :

- ✓ আরবী ভাষায় ‘মৌসিম’ শব্দের অর্থ হল ঋতু।
- ✓ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ু প্রবাহেরও পরিবর্তন হয়। স্থলভাগ ও জলভাগের উভাপের পার্থক্যের ফলে সমুদ্র বায়ু এবং স্থল বায়ুর মতো মৌসুমি বায়ুরও সৃষ্টি হয়।
- ✓ ভারতের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ঘটে থাকে।
- ✓ বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু, শরৎকালে প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমি বায়ু এবং শীতকালে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ভারতের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের উপর সবচেয়ে বেশি থাকে।
- ✓ গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব এই দুটি বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের ফলে ভারতে আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুক্র শীতকাল এই দুটি প্রধান ঋতুর সৃষ্টি হয়েছে।
- ✓ দক্ষিণপশ্চিম দিক থেকে সমুদ্রের উপর দিয়ে আগত মৌসুমি বায়ুতে প্রচুর-জলীয় বাস্প থাকে বলে বর্ষাকালের জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।
- ✓ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আরবসাগরীয় ও বঙ্গোপ সাগরীয় এই দু শাখায় বিভক্ত।
- ✓ অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে শরৎকাল অথবা শীতকালের শুরুতে প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।

Want to join Civil Service?

Join the #FightBack Club at
Zero-Sum!

ভারতের ভূগোল

➤ বৃষ্টিছায় অঞ্চলঃ (Rain Shadow Region)

- ✓ আর্দ্ধ বায়ু পাহাড়ের ঢালে বাধা প্রাপ্ত হলে এই ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। পাহাড় পার করার পর এই বায়ু আর আর্দ্ধ থাকেনা। শুষ্ক হবার জন্য পাহাড়ের অন্য ঢালটিতে আর বৃষ্টিপাত হয় না। তখন এই অঞ্চলটিকে বৃষ্টিছায় অঞ্চল বলে।

ভারতের বৃষ্টিছায় অঞ্চল গুলি হল-

- ✓ মেঘালয়ের রাজধানী শিলং
- ✓ পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বাংশ (ব্যাঙ্গালুরু)

ভারতের প্রধান ঋতু

গ্রীষ্মকাল - (মার্চ মাস থেকে মে মাস)

- মার্চমাসে সূর্য নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে লম্ব ভাবে কিরণ দেয়। ভারত যেহেতু নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত তাই এই সময় ভারতে সর্বত্র অধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয় এবং এই সময়কে গ্রীষ্মকাল বলে।

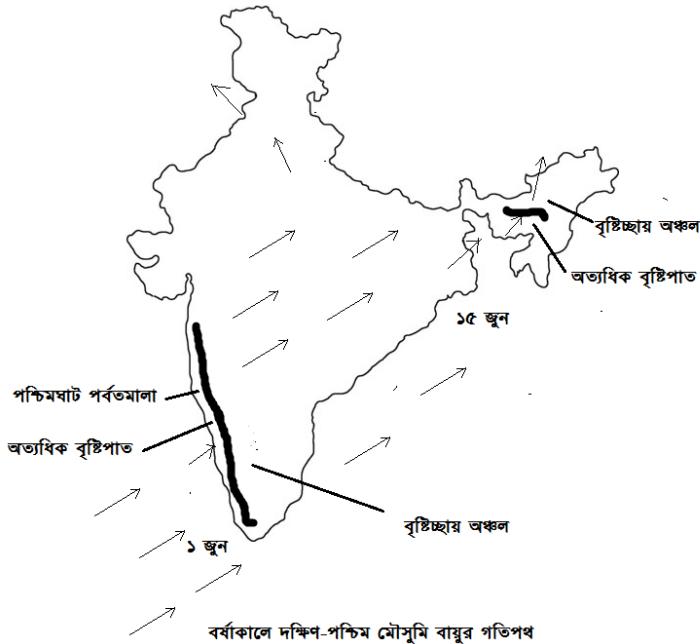
- **কালবৈশাখী (Nor' wester):** এপ্রিল মে মাসে ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রবল গরমের জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই সময় উত্তর পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক বায়ু নিম্নচাপের দিকে ধেয়ে আসে। বাংলা, আসাম, ওডিশা অঞ্চলে প্রবল ঝড়, বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হয়।

- ✓ এই ঝড়কে বাংলা ওডিশা তে কালবৈশাখী ও আসামে বরদইছিলা বলে।
- ✓ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এই ঝড় প্রবাহিত হওয়ার এই ঝড়কে Nor' waster বলা হয়।

- **আঁধি:** উত্তর পশ্চিম ও উত্তর ভারতে(বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি) এই সময় উত্তর পশ্চিম শুষ্ক বায়ুর প্রভাবে ধূলি ঝড় হয়, একে আঁধি বলে।

ভারতের ভূগোল

- **লু (Loo) :** বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজস্থান বিহারে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ু প্রবল বেগে বয়। একে লু বলে।
- **আম্বৃষ্টি (Mango Shower)-**মার্চ এপ্রিল মাসে দক্ষিণ ভারতের কেরালা ও কর্ণাটকের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত হয় তাকে আম্বৃষ্টি বলে। আম পাকার কাজে এইবৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে একে আম্বৃষ্টি বলে।
- **কফিবৃষ্টি (Cherry Blossom) :** কর্ণাটকে গ্রীষ্মকালীন যে বৃষ্টি হয় যা কফি চাষের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী তাকে কফিবৃষ্টি বলে।
- **আশ্বিনের ঝড়:** শরৎকালে (আশ্বিন মাস) বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তির ফলে বাংলার উপর দিয়ে প্রবল বেগে ঝড় বয়ে যায় একে আশ্বিনের ঝড় বলে। আশ্বিনের ঝড় কালবৈশাখী ঝড়ের চেয়েও বেশি অনিষ্টকর। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এই ঝড়ের কারণে।



ভারতের ভূগোল

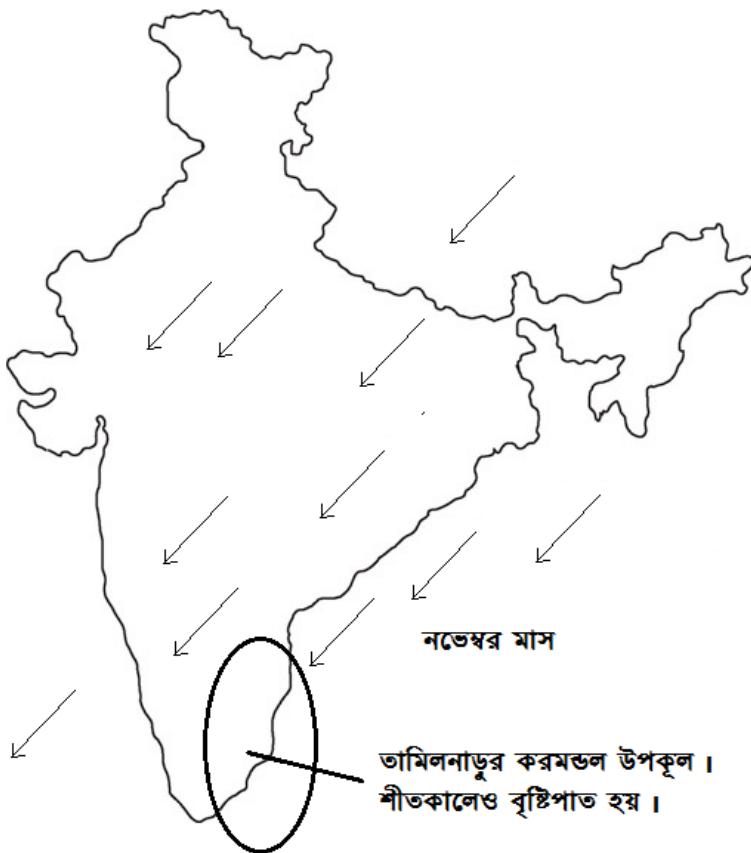
বর্ষাকাল

- ভারতে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস হল বর্ষাকাল ।
- **কেরালাতে জুন মাসের ১ তারিখে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন ঘটে ও বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায় ।**
- জুন মাসের ১৫ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে মৌসুমী বায়ু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। মধ্য জুন মাসেই বর্ষার আগমন ঘটে পশ্চিমবঙ্গে।
- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতে প্রবেশ করার পর দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়
(ক) আরব সাগরীয় শাখা (খ) বঙ্গোপসাগরীয় শাখা ।
- আরব সাগরীয় শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বাধাপ্রাণ্ত হয়ে পশ্চিম ঢালে অবস্থিত মালাবার উপকূলে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পেরিয়ে গেলে এই বায়ু শুক্র হয়ে পড়ে। **তখন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বঢালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ কমে যায়। এই অঞ্চলটি বৃষ্টিছায় অঞ্চল বলে।**
- **দক্ষিণ পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণভাগে চেরাপুঞ্জী-মৌসিনরাম অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় এই অঞ্চলে। কিন্তু খাসি পাহাড়ের উত্তর ঢালে বৃষ্টিপাত খুবই কম। **এখানেই অবস্থিত মেঘালয়ের রাজধানী শিলং যা বৃষ্টিছায় অঞ্চল নামে পরিচিত।****

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484



ভারতের ভূগোল



শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর গতিপথ

শীতকাল

- নভেম্বর থেকে মার্চ মাস ভারতে শীতকাল থাকে। জানুয়ারী মাসে ভারতে সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা পড়ে।
- উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলের পাঞ্জাব, রাজস্থান ও হিমালয় সঞ্চিত স্থানে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকায় সেখানকার বায়ুমণ্ডলে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়।
- এই সময় উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু বা প্রত্যাবর্তন কারী দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তামিল নাড়ুর করমন্ডল উপকূলে শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই অঞ্চলেই বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়।

ভারতের ভূগোল

- ভূমধ্যসাগরীয় পশ্চিমবায়ু পশ্চিম দিক থেকে কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। ফলে এই অঞ্চলে কিছু বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত হয়, একে পশ্চিমী বাঞ্ছা বলে। এই বৃষ্টিপাতের ফলে বিশেষত পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় গম চাষের সুবিধা হয়। শীতকালে মাঝে মাঝে শৈত্যপ্রবাহ দেখা যায়, এতে তাপমাত্রা খুব কমে যায়। তোরের দিকে এই কুয়াশা পড়ে।

ভারতের অরণ্য

- ভারতের মোট অরণ্যের পরিমাণ ৭,০৮২৭৩ বর্গকিমি (২১.৫৪ %) যাকিনা পৃথিবীর গড় ৩০.৪%-এর থেকে কম।
- ভারতের ভৌগোলিক আয়তনের মধ্যে অরণ্য ও বৃক্ষের পরিমাণ ৭,৯৪,২৪৫ বর্গ কি.মি. (২৪.১৬%)
- মধ্যপ্রদেশ (৭৭,৪১৪ বর্গ কিমি) দেশের মধ্য অরণ্য আচ্ছাদনে প্রথম, তারপর যথাক্রমে অরুণাচলপ্রদেশ (৬৬,৯৬৪ বর্গ কিমি), ছত্তিশগড় (৫৫, ৫৪৭ বর্গ কিমি), ওড়িশা (৫১, ৩৪৫ বর্গ কিমি) মহারাষ্ট্র (৫০, ৬৮২ বর্গ কিমি)।
- ভৌগোলিক আয়তনের ভিত্তিতে(শতাংশের হিসেবে) অরণ্যাচ্ছাদনে প্রথম লাক্ষাদ্঵ীপ তারপর যথাক্রমে মিজোরাম(রাজ্যের মধ্যে প্রথম), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজ, অরুণাচল প্রদেশ,
- হরিয়ানা (৩.৫৯%) অরণ্যের পরিমাণ সবচেয়ে কম। এরপর পাঞ্জাবে (৩.৬৫%), রাজস্থান (৪.৮৪%), উত্তরপ্রদেশ (৬.০৯%), গুজরাট (৭.৫২%), বিহার (৭.৭৫%)।
- ভারতে ক্রান্তীয় - আর্দ্ধ পর্গমোচী অরণ্যের পরিমাণ সর্বাধিক (৩৭.০%)

ভারতের ভূগোল

(ক্রান্তীয় আর্দ্ধ পর্ণমোচী - শাল, সেগুন, বাদাম, তেলু, লরেল, মহুয়া, শিমুল, আমলকী, হলুদ, রোজডেড, বিজাশাল।)

- ভারতের মাথাপিছু অরণ্য আচ্ছাদনের পরিমাণ ০.০৬ হেক্টর যা কিনা পৃথিবীর মাথাপিছু গড়ের ০.০৬ হেক্টর-এর থেকে কম।

ম্যানগ্রোভ অরণ্য

- ম্যানগ্রোভ বলতে সাধারণভাবে জোয়ারভাটায় প্লাবিত বিস্তীর্ণ জলাভূমিকে বোঝায়।
ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— **এই সব গাছের শিকড় মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে আসে, এদের শ্বাসমূল বলে।** এর ডগায় নিউম্যাটাপোর নামে শ্বাসছিদ্র থাকে। এছাড়া কান্ডকে সোজাভাবে ধরে রাখার জন্য এইসব গাছে ঠেসমূলও দেখা যায়।
- **গঙ্গার ব-ধীপের ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে সুন্দরবন বলে।** এখানে প্রচুর সুন্দরী গাছ পাওয়া যায়, তাই এমন নামকরন। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের গাছগুলোর মধ্যে **সুন্দরী, গরান, গেঁও, ক্যাওড়া, হোগলা, গোলপাতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।**
- ভারতে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের আচ্ছাদন ২৩.৩৪ বর্গ কিমি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **সুন্দরছাড়াও ম্যানগ্রোভ অরণ্য দেখায় ওডিশার ভিতরকনিকা, গোধাবরী মোহনায়, করমন্ডল উপকূল, গুজরাটের কচ্ছ উপসাগর, খাস্তাত উপসাগর, গোয়া, কর্ণাটক ও কেরালা উপকূলে।**

ভারতের কৃষি

- ভারতের উৎপন্ন কৃষিজ ফসলকে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়,
(ক) ফসল রোপণ ও তোলার সময় অনুসারে এবং (খ) উৎপন্ন ফসলের ব্যবহার অনুসারে।



mail us: contact@zerosum.in

ভারতের ভূগোল

কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগঃ

ফসল রোপনের সময় অনুসারে-

রবিশস্য -

- ✓ গম, ঘব, ছোলা, আলু, সরবে
- ✓ ফসল লাগানোর সময় -নভেম্বর
- ✓ ফসল কাটার সময়-মার্চ

খারিফশস্য -

- ✓ ধান, পাট, আখ, ভুট্টা, জোয়ার, বাজার।
- ✓ ফসল লাগানোর সময় -জুন (মৌসুমী বায়ুর আগমন)
- ✓ ফসল কাটার সময়-নভেম্বরের শুরু (মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন)

জাইদ শস্য -

জোয়ার, বাজরা, শসা, তরমুজ

ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসারে-

খাদ্য ফসল -ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, রাগি, ভুট্টা

তন্ত্রজাতীয় ফসল -পাট ও কার্পাস

বাগিচা ফসল -চা, কফি, রবার।

অর্থকরী ফসল -পাট, রবার, চা

বাণিজ্যিক ফসল -কার্পাস, পাট, তামাক, তেলবীজ।

পানীয় ফসল -চা ও কফি

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZERO SUM.IN

ভারতের ভূগোল

ধানের প্রকারভেদ :

ভারতে সাধারণত তিন শ্রেণির ধান উৎপন্ন হয়, যেমন— (১) আমন ধান, (২) আউশ ধান ও (৩) বোরো ধান ।

(১) আমন ধান : এই ধান চাষে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয় । **সেজন্য এই আমন ধান বর্ষাকালে মে-জুন মাসে বপন হয় ও শীতকালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফসল কাটা হয় ।**

(২) আউশ ধান : এই ধানের ফসল পাকতে আমন ধানের চেয়ে কম সময় লাগে । আউশ ধান চাষে আমন ধানের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কম জলের প্রয়োজন হয় । **আউশ ধান মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পূর্বে বপন করে মে-জুন মাসে কাটা হয় ।**

(৩) বোরো ধান : বোরো ধান চাষে ফসল পাকতে কম সময় লাগলেও এই ধান কিছুটা নিকৃষ্ট শ্রেণির । বোরো ধান বসন্ত কালের শেষে লাগিয়ে গ্রীষ্মকালে কাটা হয় । মাত্র ষাট দিনে ফসল উৎপন্ন হয় বলে বোরো ধানকে ঘেটে ধানও বলা হয় ।

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy support till Success!



ভারতের ভূগোল

উল্লেখযোগ্য বিপ্লব (Important Revolutions):

সবুজ বিপ্লব (Green Revolution):

- William S. Gadd সর্বপ্রথম 'Green Revolution' কথাটি ব্যবহার করেন।
- তৃতীয় পঞ্চবৰ্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) ভারতে সবুজ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- মেক্সিকোর নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগ ভারতীয় বিজ্ঞানী এম. এস. স্বামীনাথনের সহায়তায় নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত বীজ ব্যবহারের ফলে **পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।**
- **নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগকে সবুজ বিপ্লবের জনক ও এম. এস. স্বামীনাথনকে ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়ে থাকে।**

শ্বেত বিপ্লব (White Revolution):

- ১৯৭০ সালে 'জাতীয় দুধ উন্নয়ন পর্ষদ' (National Dairy Development Board) কর্তৃক দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'Operation Flood' নামক একটি কর্মসূচী নেওয়া হয়।
- এই সাফল্যের স্থপতি ছিলেন ডঃ ভার্গিস কুরিয়েন যিনি 'শ্বেত বিপ্লবের জনক' (Milkman of India) নামে পরিচিত।
- এই বিপ্লব মূলত চতুর্থ পঞ্চবৰ্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬৯-৭৪) ঘটে ছিল।

- হলুদ বা পীত বিপ্লব (Yellow Revolution): তেলবীজ উৎপাদনে
- নীল বিপ্লব: মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিকে নীল বিপ্লব বলে।
- ধূসর বিপ্লব (Grey Revolution): পশুর পশম উৎপাদনের অভূতপূর্ব উন্নতি বা সার (Fertiliser) উৎপাদন বৃদ্ধিকে ধূসর বিপ্লব বলে।

ভারতের ভূগোল

- **গোলাপি বিপ্লব (Pink Revolution):** চিংড়ি (Shrimp) বা পিঁয়াজ বা ফার্মাকিউটিক্যালের উৎপাদনের বিপুল পরিমাণের বৃদ্ধিকে গোলাপি বিপ্লব বলে।
 - **বাদামী বিপ্লব (Brown Revolution):** অপ্রচলিত শক্তি বা মশলা বা কফির উৎপাদন বৃদ্ধিকে বোঝায়।
 - **স্বর্ণালী বিপ্লব (Golden Revolution):** ফল (Fruits) বা আপেলের উৎপাদন বা হরটিকালচারের বৃদ্ধিকে স্বর্ণ বিপ্লব বলা হয়।
 - **লাল বিপ্লব (Red Revolution):** মাংশ ও টমোটোর উৎপাদন বৃদ্ধি লাল বিপ্লব হিসাবে পরিচিত।
 - **কৃষ্ণ বিপ্লব (Black Revolution):** খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকে (বিশেষত ক্রুড অয়েল) কালো বিপ্লব বলা হয়।
 - **রৌপ্য বিপ্লব (Silver Revolution):** মুরগি-হাঁস প্রভৃতির ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি রৌপ্য বিপ্লব নামে পরিচিত।
 - **গোল বিপ্লব (Round Revolution):** আলুর উৎপাদন বৃদ্ধিকে গোল বিপ্লব বলা হয়।
 - **রেনবো রেভোলিউশন (Rainbow Revolution):** কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষিনীতি (২০০০ সালে)- র মূল লক্ষ্য ছিল স্থায়ীভাবে কৃষি কাজ সম্পন্ন করা। একে রেনবো রেভোলিউশন বলে।
- ✓ এই বিপ্লবকে ‘Food – chain Revolution’ ও বলা হয়। কারণ এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য শাকসবজী ফলমূল ইত্যাদি নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে।
- **Golden Fibre Revolution** – স্বর্ণতন্ত্র বিপ্লব বলা হয় পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিকে।
 - **Silver Fibre Revolution** – রৌপ্য তন্ত্র বিপ্লব বলা হয় তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিকে।

প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসলের বন্টনঃ

ফসলের নাম	উৎপাদক রাজ্যসমূহ	উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান	গবেষণাগার
১.ধান	১. পশ্চিমবঙ্গ ১৪৮.৫৩ লক্ষ টন	২য় (চীন ১ম)	কটক ও পুসা (দিল্লী)

ভারতের ভূগোল

	(১৪.৩৩%) 2. উত্তরপ্রদেশ 3. অন্ধ্রপ্রদেশ 4. পাঞ্জাব		কল্যাণী এবং চুচুড়া। আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণাগার রয়েছে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায়।
২.গম	1. উত্তরপ্রদেশ -৩০০০১.০ হাজার টন (ভারতের এক তৃতীয়াংশে) 2. পাঞ্জাব 3. হরিয়ানা 4. পাঞ্জাব -হেষ্টের প্রতি গম উৎপাদনে প্রথম। (৮৫৭৭ কেজি)	২য় (চিন ১ম)	পুসা (দিল্লী) আন্তর্জাতিক গম গবেষণা কেন্দ্র মেক্সিকো সিটিতে অবস্থিত।
৩.তুলা	(১)গুজরাট -১ম (২৫%) (২)মহারাষ্ট্র -২য় (২২%) (৩)অন্ধ্রপ্রদেশ -৩য় (২১%)	২য় (চিন ১ম)	নাগপুর
৪.পাট	পশ্চিমবঙ্গ -১ম বিহার -২য়	১ম	ব্যারাকপুর
৫.আখ	উত্তরপ্রদেশ ১ম (ভারতের ইক্ষুপাত্র ৩৬%) মহারাষ্ট্র -২য় (২৪%) কর্ণাটক -৩য় (১০.৭%) তামিলনাড়ু -৪র্থ (১০.৬৯%) তামিলনাড়ু হেষ্টের প্রতি উৎপাদনে প্রথম।	২য় (ব্রাজিল ১ম)	লক্ষ্মী, কোয়েম্বাটোর
৬.চা	অসম- ১ম (৫১%) পশ্চিমবঙ্গ- ২য় (২৪%)	৩য় (চিন ১ম)	অসমের জোরহাট ও তামিলনাড়ুর

ভারতের ভূগোল

	তামিলনাড়ু- ৩য় (১৬%) কেরালা -৪র্থ (৭.২২%)		কোয়েম্বটোর, মহারাষ্ট্রের পুণা
৭.কফি	কর্ণাটক -১ম (৭১%) হেস্টের প্রতি উৎপাদনে (৯.৬ কুইন্টাল) কেরালা -২য় (২২.২৭%) তামিলনাড়ু -৩য় (৬.৫%)	৬ষ্ঠ (ব্রাজিল ১ম)	কাশাড় গাড় (কেরালা) এবং কর্ণাটকের চিকমালুর
৮.রবার	কেরালা -১ম (৯২%) কোট্রায়াম, কোট্রাম, কোলাম তামিলনাড়ু -২য় (৩%) কর্ণাটক -২% -এর কম ত্রিপুরা -২% -এর কম	৪র্থ (থাইল্যান্ড) ১ম	(কেরালা) রবার রিসার্চ ও বোর্ড ইনসিটিউট
৯.ছোটো এলাচ	কেরালা -১ম (৫৩%) কর্ণাটক -২য় (৪২%) তামিলনাড়ু -৩য় (৫%)		
১০.আপেল	হিমাচলপ্রদেশ -কুলু ও সিমলা ১ম জম্বুকাশ্মীর -কাশ্মীর উপত্যকা ২য় উত্তরখন্দ -পাহাড়ি অঞ্চল ৩য়		

ভারতের কৃষিজ গবেষণাগার

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
১.ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগিকালচারাল রিসার্চ	নতুন দিল্লী (দিল্লী)
২.দুর্ঘ গবেষণা কেন্দ্র	কার্নাল (হরিয়ানা)
৩.ইন্ডিয়ান বোটানিকাল সার্ভে	কলকাতা (পঃবঙ্গ)
৪.পাট গবেষণা কেন্দ্র	ব্যারাকপুর (পঃবঙ্গ)
৫.ছাগল গবেষণা কেন্দ্র	মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

ভারতের ভূগোল

৬.ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র	লখনৌ (উত্তর প্রদেশ) কোয়েস্টার (তামিলনাড়ু)
৭.মৌমাছি গবেষণা কেন্দ্র	পুনে (মহারাষ্ট্র)
৮.কার্পাস গবেষণা কেন্দ্র	নাগপুর (মহারাষ্ট্র)
৯.পোলটি গবেষণা কেন্দ্র	ব্যাঙ্গালুরু (কর্ণাটক)
১০.সিঞ্চ গবেষণা কেন্দ্র	মাইসোর (কর্ণাটক)
১১.কফি গবেষণা কেন্দ্র	কাশ্মীরগাড় (কেরালা) এবং কর্ণাটকের চিকমাগালুর
১২.চামড়া গবেষণা কেন্দ্র	চেন্নাই (তামিলনাড়ু)
১৩.আলু গবেষণা কেন্দ্র	সিমলা (হিমাচলপ্রদেশ)
১৪.চা গবেষণা কেন্দ্র	টোকলাই, জোরাহাট (অসম), পুণা (মহারাষ্ট্র)
১৫.রবার গবেষণা কেন্দ্র	কোট্টায়াম (কেরালা)
১৬.তামাক গবেষণা কেন্দ্র	রাজামুল্লি (অঙ্গুপ্রদেশ)
১৭.ধান গবেষণা কেন্দ্র	কটক (ওড়িশা) ও চুঁচুড়া (পশ্চিমবঙ্গ)
১৮.আন্তর্জাতিক বাগিচা গবেষণা কেন্দ্র	ব্যাঙ্গালুরু (কর্ণাটক)
১৯.জাতীয় মশলা গবেষণা কেন্দ্র	কালিকোট (কেরালা)
২০.ভারতীয় দুঃখ নিগম	আনন্দ (গুজরাট)
২১.বার্ড ফ্লু পরীক্ষাকেন্দ্র	ভূপাল, পুনে, কলকাতা (বেলেঘাট), ব্যাঙ্গালুরু।
২২.কলা গবেষণা কেন্দ্র	তিরঞ্চি (তামিলনাড়ু)
২৩.গম গবেষণা কেন্দ্র	পুসা (দিল্লী)
২৪.তুলা গবেষণা কেন্দ্র	নাগপুর (মহারাষ্ট্র)
২৫.চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র	নেলোর (অঙ্গুপ্রদেশ)
২৬.মিলেট গবেষণা কেন্দ্র	যোদপুর ও হায়দ্রাবাদ

Want to join Civil Service?

Join the #FightBack Club at
Zero-Sum!

ভারতের ভূগোল

জাতীয় উদ্যান/অভয়ারণ্য/ব্যাষ্টি প্রকল্প

- জাতীয় উদ্যান হল এমন এক এলাকা, যেখানে বন্যপ্রাণী-এর সুরক্ষাকে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এই অঞ্চলে বিভিন্ন কাজ যেমন, বন – পালন, পশু চারন বা চাষ সরকারের দ্বারা নিষিদ্ধ।
- অভয়ারণ্য হল এমন একটি এলাকা যা শুধুমাত্র প্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত। বনভূমি কাটা, বনজ দ্রব্য সংগ্রহ এবং ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার মঙ্গুর আছে।
- **ব্যাষ্টি প্রকল্প:** ভারতের বাষ্টি লুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে, ১লা অপ্রিল, ১৯৭৩ সালে বাষ্টি প্রকল্প চালু হয়।
- **হাতি প্রকল্প:** বন্য হাতির সংখ্যা রক্ষা করার জন্য, এই প্রকল্প অষ্টম পরিকল্পনার এই প্রকল্প চালু হয়। যদিও এটি আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় আর্থিক বছর ১৯৯১-৯২, 'হাতির জন্য অঞ্চল' চিহ্নিত করার জন্য প্রধান কাজ এবং হাতির গণনা শুরু হয় ১৯৯৩ সালে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে নিয়ে ২০০২ সালে গঠিত হয়েছে ময়ুরবর্ণা হস্তি সংরক্ষণ কেন্দ্র।

ন্যাশানাল পার্ক

- বর্তমানে ভারতে ১০৪টি ন্যাশানাল পার্ক/জাতীয় উদ্যান আছে
- তার মধ্যে মধ্য প্রদেশে সর্বাধিক ন্যাশানাল পার্ক আছে মোট ১০টি।

ন্যাশানাল পার্ক	state
অনসি	কর্ণাটক
বন্দিপুর	কর্ণাটক
বানারঘাটা	কর্ণাটক
কুদ্রেমুখ	কর্ণাটক –(জংলী কুকুর দেখা যায়)
বান্ধব গড়	মধ্যপ্রদেশ
বেতলা	ঝাড়খন্দ

ভারতের ভূগোল

ভিতরকনিকা	ওডিশা(নোনা জলের কুমিরের জন্য বিখ্যাত)
সিমলিপাল	ওডিশা
বাল্মীকি	বিহার
নামধাপা	অরুণাচল প্রদেশ
মৌলিং	অরুণাচল প্রদেশ
কাজিরাঙ্গা	আসাম (এক শৃঙ্গ গভারের জন্য বিখ্যাত ,World Heritage Site)
মানস	আসাম (World Heritage Site)
ভ্যালি ও ফ্লাওয়ার্স	উত্তরাখণ্ড (World Heritage Site)
নন্দাদেবী	উত্তরাখণ্ড (World Heritage Site)
করবেট	উত্তরাখণ্ড
রাজাজী	উত্তরাখণ্ড
দুধওয়া	উত্তর প্রদেশ (উত্তরপ্রদেশের একমাত্র ন্যাশনাল পার্ক ।)
ক্লাউডেড লেপার্ড	ত্রিপুরা
কাঞ্চনজঙ্ঘা	সিকিম
কেওলাদেও	ঘানা(ভরতপুর পাথিরালয়)- রাজস্থান
সরিঙ্কা	রাজস্থান
ডেসার্ট	রাজস্থান(গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড নামক পাথিরি একমাত্র এখানেই থাকে ।)
ইন্টানকি	নাগাল্যান্ড
ফাওনপুই ঝু মাউন্টেন	মিজোরাম
নকরেক	মেঘালয়
বালপাকরম	মেঘালয় (রেড পান্ডা পাওয়া যায়)
কেইবুল লামজাও	মণিপুর (পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান ন্যাসানাল পার্ক)
ডাচিগাম	জম্বু ও কাশ্মীর (কাশ্মীরি হরিণ দেখা যায়)

ভারতের ভূগোল

হেমিশ	লে লাদাখ(-জম্বু ও কাশ্মীর)(মো লেপার্ডের জন্য বিখ্যাত)
পেঞ্চ ন্যাসানাল পার্ক	মহারাষ্ট্র
পেঞ্চ প্রিয়দর্শিনী	মধ্যপ্রদেশ
ফসিল	মধ্যপ্রদেশ
কানহা	মধ্যপ্রদেশ
পামা	মধ্যপ্রদেশ
ডাইনোসোর	মধ্যপ্রদেশ
সাইল্যান্ট ভ্যালি	কেরালা
পেরিয়ার	কেরালা
পাস্বাদুম শোলা	কেরালা
এরাভিকুলাম	কেরালা(নীল গিরি টার নামক পাহাড়ি ছাগল দেখা যায় । নীলাকুঞ্জ নামক নীল রঙের ফুল এখানে ১২ বছর অন্তর ফোটে)
পিন ভ্যালি	হিমাচল প্রদেশ
থ্রেট হিমালয়ান	হিমাচল প্রদেশ (World Heritage Site)
সুলতানপুর	হরিয়ানা
কালেসার	হরিয়ানা
ব্ল্যাক বাক	গুজরাট
গির	গুজরাট (ভারতে সিংহের একমাত্র বাসস্থান)
গালাথিয়া	আন্দামান ও নিকোবর
রানী ৰাঁসি মেরিন	আন্দামান ও নিকোবর
মাউন্ট হ্যারিয়েট	আন্দামান ও নিকোবর

ভারতের ভূগোল

বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

ভারতে মোট ১৮টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি ইউনেস্কোর ম্যান এন্ড বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ প্রোগ্রামের অন্তর্গত।

ইউনেস্কোর ম্যান এন্ড বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ প্রোগ্রামের অন্তর্গত ১১টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

1. নীলগিরি(পশ্চিম ঘাট)
2. গাঞ্চ ওব মাল্লার (তামিল নাডু)
3. সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ)
4. নন্দাদেবী(উত্তরাখণ্ড)
5. নকরেক (মেঘালয়)
6. পাঁচমারি (মধ্যপ্রদেশ)
7. সিমলিপাল (ওডিশা)
8. আচানাকমার -অমরকন্টক (মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়)
9. গ্রেট নিকোবর

10. অগন্ত্যমালা (কেরালা ও তামিলনাডু)

11. কাঞ্চনজঙ্গলা (সিকিম)(Latest,2018)

বাকি সাতটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হল:

- 12. কোল্ড ডেসার্ট (হিমাচল প্রদেশ)**
- 13. দিহাং - দিবং (অরুণাচল প্রদেশ)**

14. মানস -আসাম
15. ডিক্ষু -সাইথোওয়া -আসাম
16. কচছ -গুজরাট
17. সেসাছালাম (অরুণাচল প্রদেশ)
18. পান্না (মধ্যপ্রদেশ)

ভারতের ভূগোল

ভারতীয় ব্যাস্ত্র প্রকল্প

ভারতের ব্যাস্ত্রপ্রকল্প শুরু হয় ১৯৭৩ সালে ।

বর্তমানে ভারতে টাইগার রিসার্ভের সংখ্যা ৫০টি ।

ভারতের কর্ণাটকে সব চেয়ে বেশি বাধের বাস ।

টাইগার রিসার্ভ	রাজ্য
বান্দিপুর	(কর্ণাটক)
ভদ্রা	কর্ণাটক
কালী	কর্ণাটক
জিম করবেট	(উত্তরা খন্ড)
কানহা	(মধ্যপ্রদেশ ,প্রথম টাইগার রিসার্ভ যাদের ম্যাসকট আছে । ভুরসিং দি বড়সিংহ ম্যাসকটটির নাম ,এটি একটি হরিণ)
পান্থা	মধ্যপ্রদেশ
সঞ্জয় ডুবরি	মধ্যপ্রদেশ (সঞ্জয় গান্ধী ন্যাসানাল পার্ক ছত্রিশগড়ে অবস্থিত)
বান্ধবগড়	(মধ্যপ্রদেশ)
পেঞ্চ	(দুটি টাইগার রিজার্ভ ,একটি মধ্যপ্রদেশে আরেকটি মহারাষ্ট্রে)
পালামৌ	(বাড়খন্ড)
ডাম্পা	মিজোরাম
নামেরি	(আসাম)
উদান্তি-সিতান্তি	ছত্রিশগড়
ইন্দ্রাবতী	ছত্রিশগড়
আচানাকমার	(ছত্রিশগড়)
সাতকোশিয়া	ওডিশা
পাখুই	অরুণাচল প্রদেশ
কামলাং	(অরুণাচল প্রদেশ)

ভারতের ভূগোল

নামভাষা	(অরুণাচল প্রদেশ)
বোর	মহারাষ্ট্র
টাবোডা	মহারাষ্ট্র
মেলঘাট	মহারাষ্ট্র
দুধওয়া	উত্তরপ্রদেশ
পিলভিটি	উত্তরপ্রদেশ
কাওয়াল	তেলেঙ্গানা
সারিঙ্কা	(রাজস্থান)
রনথোম্বৰ	(রাজস্থান)
বাল্মীকি	বিহার
পেরিয়ার	(কেরালা)

স্যাংচুয়ারি

ভারতে মোট ৫৪৩ টি স্যাংচুয়ারি আছে।

স্যাংচুয়ারি	রাজ্য
বাসু আইল্যান্ড	আন্দামান ও নিকোবর
নাগার্জুনা সাগর	শ্রীসাইলাম (অন্ধ্রপ্রদেশ)
ইগলনেস্ট -	অরুণাচল প্রদেশ
তাল্লেভ্যালি	অরুণাচল প্রদেশ
ডিপৱ ভিল	আসাম
সোনাই রূপাই	আসাম
পরবিতরা	আসাম
গৌতম বুদ্ধ	বিহার
কাইনূর	বিহার

ভারতের ভূগোল

উদান্তি ওয়াইল্ড বাফালো	ছত্তিশ গড়
দলমা	ঝাড়খন্দ
পিটি	লাক্ষ্মান্ধীপ
সিজু	মেঘালয়
চিলকা	ওডিশা
গাহিরমাথা	ওডিশা
বাস্সি	রাজস্থান

জলসেচ

ভারতে মূলত তিনি পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয় -

- কৃপ ও নলকৃপ
- সেচখাল ও
- জলাশয়

- নলকৃপ দ্বারা ভারতে সবচেয়ে বেশি সেচকার্য করা হয় ।৪৫ %
- সেচখাল ভারতের সেচের দ্বিতীয় উৎস । ২৬%
- কৃপ ভারতের সেচের তৃতীয় উৎস ।১৯%
- জলাশয় দ্বারা সেচ করা হয় ৩% এলাকায় ।
- আর অন্যান্য উৎস দ্বারা ৭% এলাকায় ।
- কৃপ ও নকৃপের দ্বারা ভারতে সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয় উত্তরপ্রদেশে (২৮.১৯%)।তারপর রাজস্থান(১০.৮৮%),পাঞ্জাবে (৮.৬৫%)।
- খালের দ্বারা ভারতে সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয় উত্তরপ্রদেশেই (৩০.৯১%)।দ্বিতীয় স্থানে অঙ্গ প্রদেশ (১০.৩১%) এবং তৃতীয় স্থানে হরিয়ানা (৯.২৩%)।

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

ভারতের ভূগোল

ইন্দিরা গান্ধী খাল (৬৮২ কিমি) : ভারতের দীর্ঘতম খাল। পাঞ্জাবের বিপাশা ও শতদ্রু নদীর সঙ্গ স্থলের কাছে হেরিক ব্যারেজ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মধ্যে দিয়ে রাজস্থানের জয়সালমীরে শেষ হয়েছে।

বুম চাষ বা স্থানান্তর কৃষি : প্রতিবছর একজায়গায় চাষ না করে জায়গা পরিবর্তন করে চাষ করা হয়। উত্তর পূর্ব ভারতে এটি বুম চাষ নামে পরিচিত। এর ফলে ছেড়ে যাওয়া জায়গা নতুন করে চাষের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

শক্তি সম্পদ

প্রচলিত শক্তি :

- ভারতে সর্বাধিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাপ বিদ্যুৎ থেকে(৬৮%)।
- যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপশক্তি উৎপন্ন হয় কয়লা থেকে (৫৭%)।
- ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে এশিয়ার মধ্যে প্রথম বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয় (১৯০৬ সাল)।

পুনর্বীকরণযোগ্য শক্তি :

এই ধরনের শক্তির যা বারে বারে ব্যবহার করা যায়। তা মূলত সূর্য, বায়ু, জল ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়।

জলবিদ্যুৎ

- ১৮৯৮ সালে দাজিলিং এ ভারতে প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে।
- জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে সপ্তম স্থানে আছে। ভারতের মোট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৪,৫৯৪ মেগা ওয়াট।

ভারতের ভূগোল

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র :

উৎপাদনের কেন্দ্রের নাম	নদীর নাম	অবস্থান
সালাল	চন্দ্রভাগা	জম্বু ও কাশীর
ভাকরা	শতরু	হিমাচল প্রদেশ
পঙ্গ	বিপাশা	হিমাচল প্রদেশ
নাথপা জাকরি	শতরু	হিমাচল প্রদেশ
উচ্চ বারি দোয়াব ক্যানেল	ইরাবতী	পাঞ্জাব
রঞ্জিত সাগর	ইরাবতী	পাঞ্জাব
রাণা প্রতাপ সাগর	চম্বল	রাজস্থান
জহর সাগর	চম্বল	রাজস্থান
রামগঙ্গা	রামগঙ্গা	উত্তরাখণ্ড
রিহান্দ	রিহান্দ	উত্তরপ্রদেশ
গান্ধীসাগর	চম্বল	মধ্যপ্রদেশ
হাসদো বাঙ্গো	হাসদেও	ছত্তিশগড়
উকাই	তাপী	গুজরাট
নাগার্জুন সাগর	কৃষ্ণা	অন্ধ্রপ্রদেশ
শ্রীসোহিলাম	কৃষ্ণা	অন্ধ্রপ্রদেশ
মহাআা গান্ধী (যোগ)	সরাবতি	কর্ণাটক
পেরিয়ার	পেরিয়ার	তামিলনাড়ু
ইদুক্কি	পেরিয়ার ও কিলিভেলী	কেরালা
পাঞ্চেত হিল	দামোদর	বাড়খণ্ড
মাইথন	বরাকর	পশ্চিমবঙ্গ
রাম্মাম	রাম্মাম	পশ্চিমবঙ্গ
লোকটাক	লোকটাক	মণিপুর
তেহৱী	ভাগীরথী	উত্তরাখণ্ড

ভারতের ভূগোল

ধৌলিগঙ্গা	ধৌলিগঙ্গা	উত্তরাখণ্ড
আলমাটি	কৃষ্ণ	কর্ণাটক

ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

- ় ভারতে ৭টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট ২২টি পারমাণবিক চুল্লি আছে।
- ় অঙ্গরা (ট্রিশে, মহারাষ্ট্র) ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লি (১৯৫৬)।
- ় সাইরাস দ্বিতীয় পারমাণবিক চুল্লি (১৯৬০)।

কেন্দ্র	রাজ্য	সহায়ককারী দেশ
১.তারাপুর (ভারতের প্রথম, ১৯৬৯ সাল)	মহারাষ্ট্র	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
২.রাওয়াতভাটা	রাজস্থান	কানাডা
৩.কাকড়পাড়া	গুজরাট	স্বদেশী
৪.নারোরা	উত্তরপ্রদেশ	স্বদেশী
৫.কৈগা	কর্ণাটক	স্বদেশী
৬.কালপক্ষ	তামিলনাড়ু	স্বদেশী
৭.কুদানকুলাম	তামিলনাড়ু	রাশিয়া



ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE PLATFORMS FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

ভারতের ভূগোল

ভারতের পারমাণবিক শক্তি খনিজের উৎসগুলির প্রাপ্তিষ্ঠান

খনিজের নাম	কোথা থেকে পাওয়া যায়?	অবস্থান
১.খোরিয়াম	মোনাজাইট বালি থেকে	কেরল রাজ্যের মালাবার উপকূল
২.ইউরেনিয়াম	মোনাজাইট বালি থেকে	ঝাড়খনের যাদুগোড়ায়, ভাতিঙ্গা ও নররা পাহাড় এবং লাদাখের নুরা উপত্যকা
৩.বেরিলিয়াম	বেরিল খনিজ	রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক
৪.জার্কন	জার্কেনিয়ামের প্রধান আকর	কেরল রাজ্যে কুইলন ও মানবলাকুরিচি সৈকতে
৫.ইলমেনাইট	ইলমেনাইট	কেরলের উপকূলে

আণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্র

- Atomic Energy Commission -মুম্বাই
- Bhabha Atomic Research Center -ট্রিম্বে (মহারাষ্ট্র)
- Uranium Corporation of India - যাদুগোড়া (ঝাড়খন)
- Indira Gandhi Centre For Atomic Research-কালপক্ষ(তামিলনাড়ু)
- Variable Energy Cyclotron Center- কলকাতা
- Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research-হায়দ্রাবাদ

স্মাইলিং বুদ্ধি- ১৯৭৪ সালের ১৮ মে **রাজস্থানের পোখরানে** ভারত প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষা করে অপারেশন টির নামছিল স্মাইলিং বুদ্ধি।

অপারেশন শক্তি - ১৯৯৮ সালের ১১ ও ১৩ মে **রাজস্থানের পোখরানে** ভারত দ্বিতীয়বার পরমাণু বোমা পরীক্ষা করে অপারেশন টির নামছিল অপারেশন শক্তি।

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484



ভারতের ভূগোল

সৌরশক্তি

- সৌরশক্তি উৎপাদনে ভারত ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ।
- ২০১৮ সালে ভারতের সৌরশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ২০ গিগা ওয়াট ।
- সৌরশক্তি উৎপাদনে প্রথম স্থানে আছে কর্ণাটক ,তারপর আছে যথাক্রমে তেলেঙ্গানা ,
অন্ধ্রপ্রদেশ ,রাজস্থান ।
- অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্গুল সোলার পার্ক পৃথিবীর বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র ।

এছাড়া বাকি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলি হল

- কামুঝি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র - তামিলনাড়ু
- চারাঙ্কা সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র - গুজরাট
- ভাদলা সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র - রাজস্থান
- সাকরি -মহারাষ্ট্র
- বানাসুরা সাগর ড্যাম ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র -কেরালা
- ধিরুভাই আম্বানিসৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র - রাজস্থান
- ওয়েলস্পুন সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র -মধ্যপ্রদেশ

বায়ু শক্তি

- ভারত বায়ু শক্তি উৎপাদনে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ।
- রাজ্য গুলির মধ্যে বায়ু শক্তি উৎপাদনে তামিলনাড়ু প্রথম স্থানে আছে

বায়ু শক্তি উৎপাদন কারখানা -

- মুপান্ডাল -তামিলনাড়ু
- ব্রাঞ্ছানেভল -মহারাষ্ট্র
- ঢালগাঁও -মহারাষ্ট্র
- ছাকালা -মহারাষ্ট্র
- ভাসপেট -মহারাষ্ট্র

ভারতের ভূগোল

ভারতের খনিজ সম্পদ

লৌহ আকরিক:

- ▷ লৌহার আকরিক - ম্যাগনেটাইট , হেমাটাইট , সিডেরাইট , লিমোনাইট।
- ▷ লৌহ আকরিক উৎপাদনে ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চিন প্রথম স্থানে।

ভারতের লৌহ উভ্রেলক অঞ্চলসমূহ

রাজ্যের নাম	উভ্রেলক স্থান	কি কাজে ব্যবহৃত হ?
১. ওড়িশা (১ম)	ময়ুরভঙ্গ জেলা, কেওনঝড় বোনাইগড়	রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানা, জামসেদপুর ইস্পাত কারখানা ও বোকারো ইস্পাত কারখানা
২. কর্ণাটক (উৎপাদনে ২য়)	কুদ্রেমুখ (ম্যাগনেটাইট)	ভদ্রবতী ইস্পাত কারখানা, ম্যাঙ্গলোর বন্দর থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়।
৩. গোয়া (৩য়)	পিরনা, সিরিগাও, কুড়নেম, বিচোলিম, সাতারি, বারজান	মার্মাগাও বন্দর দিয়ে বিদেশে লৌহ আকরিক রপ্তানি হয়।
৪. ছত্তিশগড় (৪র্থ)	দাঙ্গিরাজহারা (দ্রংগ জেলা), বাইলাডিলা (বাস্তার জেলা)	দাঙ্গিরাজহারার আকরিক ভিলাই এবং বাইলাডিলার আকরিক বিশাখাপত্নমে ব্যবহৃত হয়।
৫. ঝাড়খন (৫ম)	নোয়ামুন্ডি, গুয়া, বুদাবুরু ও পানশিরাবুরু, বোনাই পাহাড়, ডালটনগঞ্জ	জামসেদপুর, দুর্গাপুর, বার্নপুর, কুলচি ইস্পাত কারখানা
৬. অন্ধপ্রদেশ	নেলোর, কুড়াল্লা, কুর্ণল, অনন্তপুর	বিশাখাপত্নম ইস্পাত কারখানা
৭. মহারাষ্ট্র	সিন্ধুদুর্গ, রত্নগিরি ও চন্দ্রপুর	স্থানীয় ক্ষুদ্র ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত

ভারতের ভূগোল

ম্যাঙ্গানিজ

- ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। প্রথম স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় স্থানে আছে চিন।

ভারতের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদক অঞ্চল

রাজ্য	ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদক অঞ্চল
ওড়িশা (প্রথম)	ময়ুরভঞ্জ, কেওনবাড়, কালাহাটি, কোরাপুট, সুন্দরগড়, বোনাই, সাংপুর
মধ্যপ্রদেশ (৩য়)	বালাঘাট, ছিন্দোয়ারা, ঝাকুয়া
মহারাষ্ট্র (দ্বিতীয়)	নাগপুর, ভান্ডারা, রত্নগিরি (ফনডিস, গালেল)
কর্ণাটক (৪র্থ)	শিমোগা, রেলগাও, টুমকুর, চিত্রদুর্গ, শিমোগা, বেলারী
অসমপ্রদেশ	কুণ্ডল, বিশাখাপত্নম, শ্রীকাকুলাম, কুড়াঙ্গা, গুণ্টুর
গোয়া	সাঙ্গুয়েম, তালুক
ঝাড়খন্ড	ধানবাদ, পশ্চিম সিংভূম অঞ্চল
গুজরাট	পাঁচমহল ও ভদোদরা জেলা।

তামা

তামার আকরিক গুলি হল চ্যালকোসাইট , চ্যালকোপাইরাটস, কভেলাইট , এজুরাইট , বোরনাইট

ভারতের তামা উৎপাদক অঞ্চল

রাজ্য	তামার অঞ্চল
মধ্যপ্রদেশ (১ম)	মালঝও খন, বারগাও
রাজস্থান (২য়)	ক্ষেত্রী -সিংহানা, খো -দারিবা, দেলওয়ারা -কিরোভালি
ঝাড়খন্ড (৩য়)	রাখা, মোসাবনি, ধোবানি, রামচন্দ্র পাহাড়, পাথরগোড়া
সিকিম	রংপো
অসমপ্রদেশ	আগ্নিগুণ্ডলা
কর্ণাটক	চিত্রদুর্গ, গুলবর্গা, হাসান

ভারতের ভূগোল

বক্সাইট

- ় এলুমিনিয়ামের আকরিক হল বক্সাইট। বক্সাইট উৎপাদনে বিশ্বে ভারত পঞ্চম স্থানে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ও চিন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

ভারতের বক্সাইট উৎপাদক অঞ্চল:

রাজ্য	বক্সাইট উৎপাদক অঞ্চল
ওড়িশা (১ম)	কালাহাস্তি, কোরাপুট, সুন্দরগড়, বোলানগিরি, সম্বলপুর
অন্ধ্রপ্রদেশ (২য়)	অনন্তগিরি, আরাকু, পাদেরু
গুজরাট (৩য়)	ভাটিয়া, জুনাগড়, জামনগর, কচ্ছ, কৈরা, খেদা, ভুবনগর
ঝাড়খণ্ড (৪র্থ)	লোহারডাগা (ভারতের ৫০ শতাংশ বক্সাইট সংগ্রহ রয়েছে), নেতারহাট, দুমকা, গুমলা, মুঙ্গের, পালামৌ, রাঁচি (লোহারডাগা)
মধ্যপ্রদেশ	মান্দলা, অমরকন্টক (দেশের বৃহৎ বক্সাইট ভান্ডার), মাইকালা পাহাড়

হিরা

রাজ্যের নাম	খনির নাম
১.মধ্যপ্রদেশ	মাঝগাঁও খনি, পান্না অঞ্চল (Panna Belt) (ভারতের একমাত্র সক্রিয় হিরা খনি)
২.অন্ধ্রপ্রদেশ	ওয়াজরাকারুর, কিমবারলাইট পাইপ (অনন্তপুর জেলা) ও কৃষ্ণা নদী অববাহিকা।
৩.কর্ণাটক	রায়চুর - গুলবার্গা জেলার কিমবারলাইট

স্বর্ণ

স্বর্ণ খনির নাম	রাজ্য	বৈশিষ্ট্য
১.কোলার	কর্ণাটক	কোলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খনি।
২.রামগিরি ও ইয়াঙ্গানামানা	অন্ধ্রপ্রদেশ	মাঝারি পরিমাণে উত্তোলিত হয়।
৩.বেলগাও, বেলারি,	কর্ণাটক	মাঝারি পরিমাণে উত্তোলিত হয়।

ভারতের ভূগোল

চিকমাগালুর, গুলবর্গা, মান্দা,
শিমোগা

অভ্যন্তরীণ অভিযান

- অভ্যন্তরীণ অভিযানে ভারতের স্থান অষ্টম। চিন প্রথম।

অভিযানের আকরিক

১. মাসকোভাইট(শ্বেতবর্ণের অভ্যন্তরীণ)
২. ফ্লগোপাইট (বাদামি বর্ণের অভ্যন্তরীণ)

ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

রাজ্য	অভ্যন্তরীণ উৎপাদক অঞ্চল
অন্ধ্রপ্রদেশ (১ম)	নেলর, কৃষ্ণা, খাম্মা, বিশাখাপত্তনম, পশ্চিম গোদাবরী
রাজস্থান (২য়)	আজমের, ভিলওয়ারা, দুঙ্গারপুর, জয়পুর, উদয়পুর, শিকার
ঝাড়খন (৩য়)	কোডার্মা (বিশ্বের বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ), ধানবাদ, গিরিডি, সিংভূম
বিহার (৪র্থ)	ভাগলপুর



ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE
PLATFORMS FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

ভারতের ভূগোল

কয়লা

- কয়লা উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়,চিনের পরই !
- ভারতে কয়লা উৎপাদনের দিক থেকে প্রথম ওডিশা ,দ্বিতীয় স্থানে ঝাড়খন ,তৃতীয় স্থানে আছে ছত্রিশ গড় ।
- কয়লা সঞ্চয়ের (গোল্ডয়ানা যুগের কয়লা) দিক দিয়ে প্রথম ঝাড়খন,দ্বিতীয় স্থানে ওডিশা ,তৃতীয় স্থানে আছে ছত্রিশ গড় ,চতুর্থ স্থানে আছে পশ্চিমবঙ্গ ।

রাজ্য	কয়লা উৎপাদক অঞ্চল
ওডিশা (প্রথম)	তালচের ,সুন্দরগড় , সম্বলপুর
ঝাড়খন (দ্বিতীয়)-	ঝারিয়া (ভারতের বৃহত্তম কয়লা খন), বোকারো,চন্দপুরা, গিরিডি,রামগড়
ছত্রিশগড় (তৃতীয়)-	কোরবা, বিলাসপুর , বেতুল
মধ্যপ্রদেশ (চতুর্থ)-অন্ধ্রপ্রদেশ - সিঙ্গারেনী ,কাঠগুদাম	চিন্দুয়ারা, রেওয়া
তামিলনাড়ু	নেভেলি (ভারতের বৃহত্তম লিগনাইট খন)
পশ্চিমবঙ্গ	রানীগঞ্জ, বীরভূম

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484



ভারতের ভূগোল

কয়লার শ্রেণি বিভাগ

কয়লার নাম	কার্বনের পরিমাণ	রং
১.পিট	৩০% এর কম	উডিদের আঁশযুক্ত বাদামি
২.লিগনাইট	৩০% -৫০%	বাদামি
৩.বিটুমিনাস (ভারতে এই প্রকার কয়লা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়)	৫০% -৮৫%	কালো
৪.অ্যানথ্রাসাইট (উচ্চমানের ক য়লা)	৮৫% -৯০%	উজ্জ্বল কালো

তেল শোধনাগার

ভারতে ২২টি খনিজ তেল শোধনাগার রয়েছে

রাজ্য	তেল শোধনাগার
অসম	ডিগবয় (১৯০১) (প্রাচীনতম)
বিহার	বারাউনি (১৯৬৪)
উত্তরপ্রদেশ	মথুরা (১৯৮২)
পশ্চিমবঙ্গ	হলদিয়া (১৯৭৫)
গুজরাট	কয়ালি (১৯৬৫)
মহারাষ্ট্র	ট্রিম্বে (১৯৫৫)
কেরল	কোচিন
গুজরাট	জামনগর (বৃহত্ম)(১৯১৯)
হরিয়ানা	কার্নাল (১৯৯৮)
তামিলনাড়ু	পানাঞ্চলি
তাতিপাকা	অন্ধ্রপ্রদেশ

ভারতের ভূগোল

লৌহ ইস্পাত

- বর্তমানে কাঁচা ইস্পাত উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। চিনের পরই ।

ভারতের বর্তমান লৌহ ইস্পাত কারখানাসমূহ

- TISCO: -জামশেদপুর/টাটানগর (বেসকারী বৃহত্তম লৌহ -ইস্পাতকেন্দ্র)
১৯০৭ সালে জামশেদজী টাটা এটি স্থাপন করেন ।

- দুর্গাপুর লৌহ ইস্পাত কারখানা-
ইংল্যান্ডের সাহায্যে এই কারখানা ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হয় ।
- বোকারো ইস্পাত কারখানা- ১৯৬৪ সালে রাশিয়ার সাহায্যে গড়ে ওঠে ।
- ভিলাই ইস্পাত কারখানা - ১৯৫৫ সালে রাশিয়ার সাহায্যে গড়ে ওঠে ।
- রাউরকেঙ্গা ইস্পাত কারখানা-১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানির সাহায্যে গড়ে ওঠে ।
- Indian Iron and Steel Company (IISCO)- কুলাটি (১৮৬৪), হিরাপুর (১৯০৮), বার্নপুর (১৯৩৭)
- রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেডের বিশাখাপত্নম কারখানাটি ভারতের বৃহত্তর ইস্পাত উৎপাদক কারখানা ।

প্রধান প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

রেল

- রেল ইঞ্জিন কারখানা - চিত্তরঞ্জন (পশ্চিম বর্ধমান ,১৯৫০) ,
- ডিজেল রেল ইঞ্জিন কারখানা-বারণসী(উত্তর প্রদেশ)
- রেল কোচ ফ্যাট্টারি- কাপুরথালা (পাঞ্জাব)
- ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাট্টারি-পেরাম্বুর ,চেন্নাই,(তামিলনাড়ু)

ভারতের ভূগোল

- মডার্ণ কোচ ফ্যাট্টিরি- রায়বেরিলি (উত্তর প্রদেশ)
 - রেলের চাকা নির্মাণ কারখানা- ইয়েলাহাক্ষা, ব্যাঙালুরু(কর্ণাটক), বেলা (বিহার)
 - রেল স্প্রিং কারখানা- গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ
-
- জাহাজ নির্মাণ- কোচিন, বিশাখাপত্নম, কলকাতার গার্ডেনরিচ
 - বিমানপোত- ব্যাঙালুরু, কানপুর, নাসিক, কোরাপুট, হায়দ্রাবাদ
 - অটোমোবাইল - হিন্দমোটর, মুম্বাই, চেন্নাই, হরিয়ানার গুরগাঁও, পুনে, জামসেদপুর।

রেলওয়ে জোন

বর্তমানে ভারতীয় রেলে সতেরোটি রেলওয়ে জোন আছে।

রেলওয়ে জোন	সদর দপ্তর
মধ্য রেল	মুম্বাই
পূর্ব মধ্য রেল	হাজিপুর
পূর্ব উপকূল রেল	ভুবনেশ্বর
পূর্ব রেল	কলকাতা
উত্তর মধ্য রেল	এলাহাবাদ
উত্তর পূর্ব রেল	গোরখপুর
উত্তর পশ্চিম রেল	জয়পুর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল	গুয়াহাটি
উত্তর রেল(Largest Railway Zone)	দিল্লি
দক্ষিণ মধ্য রেল	সেকেন্দ্রাবাদ
দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেল	বিলাসপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেল	কলকাতা
দক্ষিণ পশ্চিম রেল	ভুবলি
দক্ষিণ রেল	চেন্নাই

ভারতের ভূগোল

পশ্চিম মধ্য রেল	জবলপুর
পশ্চিম রেল	মুম্বাই
কলকাতা মেট্রো রেল	কলকাতা

হাইকোর্ট

- ভারতে মোট ২৪টি হাইকোর্ট আছে।
- বন্ধে হাইকোর্টের অধীনে মহারাষ্ট্র ,গোয়া ,দাদরা ও নগর হাভেলি ,দমন ও দিউ আছে ।
- ক্যালকাটা হাইকোর্টের অধীনে পশ্চিম বঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজি আছে।
- গুয়াহাটি হাইকোর্টের অধীনে সবচেয়ে বেশি রাজ্য আছে -অরুণাচল প্রদেশ , মিজোরাম , নাগাল্যান্ড ও আসাম ।
- কেরালা হাইকোর্টের অধীনে আছে কেরালা ও লাক্ষ্মীপুর ।
- পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের অধীনে আছে চড়িগড়,পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ।
- মাদ্রাজ হাইকোর্টের অধীনে আছে পুদুচেরি ও তামিলনাড়ু ।
- হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের অধীনে আছে অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানা ।

হাইকোর্ট	সদর	বেঞ্চ
ক্যালকাটা হাইকোর্ট	কলকাতা	পোর্ট ব্লেয়ার
বন্ধে হাইকোর্ট	মুম্বাই	গুরজাবাদ/পানাজী/নাগপুর
মাদ্রাজ	চেন্নাই	মাদুরাই
এলাহাবাদ হাইকোর্ট	এলাহাবাদ	লখনৌ
কর্ণাটক হাইকোর্ট	ব্যাঙ্গালোর	ধারোয়াদ/গুলবার্গা
পাটনা হাইকোর্ট	পাটনা	
জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট	শ্রীনগর ও জম্মু	
পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট	চড়িগড়	
গোহাটি হাইকোর্ট	গুয়াহাটি	আইজল/কোহিমা/ইটানগর

ভারতের ভূগোল

ওড়িশা হাইকোর্ট	কটক	
রাজস্থান হাইকোর্ট	যোধপুর	জয়পুর
হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট	হায়দ্রাবাদ	
মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট	জবলপুর	গোয়ালিয়র/ইন্দোর
কেরল হাইকোর্ট	কোচি (লাক্ষ্মানীপ ও কেরালা)	
গুজরাট হাইকোর্ট	আমেদাবাদ	
দিল্লি হাইকোর্ট	নতুন দিল্লি	
হিমাচলপ্রদেশ হাইকোর্ট	সিমলা	
সিকিম হাইকোর্ট	গ্যাংটক	
ছত্তিসগড় হাইকোর্ট	বিলাসপুর	
উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট	নেনীতাল	
ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট	রাঁচি	
মণিপুর হাইকোর্ট	ইঞ্জল	
মেঘালয় হাইকোর্ট	শিলং	
ত্রিপুরা হাইকোর্ট	আগরতলা	



Attend Online Classes on your
mobile phone

ভারতের ভূগোল

গিরিপথ

গিরিপথের নাম	অবস্থান
আগিল (Aghil Pass)	লাডাক ও চিনের সিনকিয়াং প্রদেশ (জম্বু ও কাশ্মীর)
ইমিস -লা (Imis La)	লাডাক ও তিব্বতের মধ্যে (জম্বু ও কাশ্মীর)
খারদুংলা (বিশ্বের উচ্চতম মোটর যানবাহন চলাচল পাস)(Khardung La)	লে,লাদাখ
জোজিলা (শ্রীনগর ও লে কে সংযুক্ত করেছে) (Zoji La)	জম্বু ও কাশ্মীর (লাদাখ মালভূমি)
চাং লা (Chanh La)	লাডাক ও তিব্বতের মধ্যে (জম্বু ও কাশ্মীর)
বানিহালপাস (জহর টানেল) (Banihal Pass)	জম্বু ও কাশ্মীর (ডোডা ও অনন্তনাগ জেলার মধ্যে)
বুর্জিল (কাশ্মীর উপত্যকার সাথে ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ স্থাপন করেছে) (Burzail Pass)	জম্বু, কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশ
সিপকি -লা (Shipki La)	হিমাচল প্রদেশ ও চিন
বারা লাচা (Bara Lacha)	হিমাচল প্রদেশ (হিমাচল প্রদেশের মানিকে লেহ -এর সঙ্গে যুক্ত করেছে)
রোটাং (Rohtang Pass)	হিমাচল প্রদেশ (কুলু ভ্যালি ও স্পিতি ভ্যালির সংযোগ স্থাপন করেছে)
লিপু লেখা (Lipu Lakh)	উত্তরাখণ্ড ও চিন
জেলেপ লা (Jelep La)	সিকিম (চুম্বি উপত্যকা) ও লাসা(চিন)
বোম ডি-লা (Bomdi La)	অরুণাচল প্রদেশ

ভারতের ভূগোল

নাথু -লা (Nathu -La)	সিকিম ও চিন
দেবসা (Debsa Pass)	হিমাচল প্রদেশের কুলু ও স্পিটি উপত্যকার মধ্যে
দিহাং (Dihang Pass)	অরুণাচল ও মান্দালয়ের মধ্যে (মায়ানমার)
দিফু (Diphu Pass)	অরুণাচল প্রদেশের পূর্বদিক
লানাক লা (Lanak La)	ভারতের লাদাখ ও তিব্বতের লাসার মধ্যে
মানা (Mana Pass)	তিব্বত ও উত্তরাখণ্ড (উত্তরাখণ্ড)
মাংস ধুরা (Mangsha Dhura Pass)	উত্তরাখণ্ড ও তিব্বত (উত্তরাখণ্ড)
মুলিংলা (Muling La)	গঙ্গোত্রী হিমবাহের উত্তরে অবস্থিত (উত্তরাখণ্ড)
নিটি (Niti -Pass)	উত্তরাখণ্ড ও তিব্বত (উত্তরাখণ্ড)
পেনসি লা (Pensi La)	কাশ্মীর উপত্যকা ও কার্গিল
পীরপাঞ্জাল (Pir -Panjal Pass)	জম্মু ও শ্রীনগ
ট্রেলি'স (Tralli's Pass)	উত্তরাখণ্ডের পিঠোরাগড় ও বাগেশ্বর জেলার মধ্যে
সিপকি লা (Shipki La)	হিমাচল প্রদেশ ও তিব্বত
পালঘাট (Palghat/Palakkad Gap)	তামিলনাড়ু ও কেরালা(সমুদ্রবন্দর) মধ্যে অবস্থিত (পশ্চিমঘাট পর্বত)
থলঘাট (Thal Ghat)	মুম্বাই ও নাসিকের মধ্যে (পশ্চিম ঘাট পর্বত)

ভারতের ভূগোল

ভোরঘাট (Bhor Ghat)	মুস্বাই ও পুনের মধ্যে (পশ্চিম ঘাট পর্বত)
গোরান ঘাট (Goran Ghat)	উদয়পুর শহরের সঙ্গে সিরোই ও ঝালোরের মধ্যে
হলদিঘাট (Haldighat)	রাজসামান্ডা ও পালি জেলার মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী

ভারতের জলপ্রপাত

জলপ্রপাতের নাম	উচ্চতা (মিটার)	অবস্থান	নদীর নাম
কাঞ্চিকাল জলপ্রপাত (Kunchikal)	৪৫৫মি. (ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত), ১৪৯৩ ফুট	শিমোগা (কর্ণাটক)	ভারাহি নদী (Varahi river)
বরোহিপাণি জলপ্রপাত	৩৯৯মি. (ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম), ১,৩০৯ ফুট	ময়ূরভঞ্জ (ওড়িশা)	বুদ্ধবালাঙ্গা নদী
দুধসাগর জলপ্রপাত	৩১০মি. (১০২০ ফুট)	কর্ণাটক /গোয়া	মান্দোভী নদী
যোগ/গারসোঞ্চা/মহাঞ্চা গাঞ্চি জলপ্রপাত	২৯২মি. (৯৫৮ফুট)	শিমোগা (কর্ণাটক)	সরাবতী নদী
শিবসমুদ্রম	১০১	কর্ণাটক	কাবেরী
হৃদ্রু	৭৫	ঝাড়খন	সুবর্ণরেখা
গোকাক	৫৫	বেলগাও	ঘাটাপ্রভা
দশম	৪০	ঝাড়খন	কাঞ্চি
ধূয়াধর (Dhuan Dhar) যেহেতু জলপ্রপাতটি মার্বেল শিলা দ্বারা গঠিত, তাই	১৫	জবলপুর (মধ্যপ্রদেশ)	নর্মদা

ভারতের ভূগোল

তাকে 'Marble Rocks' বলে। এটি 'Cloud of Mist' নামেও পরিচিত।			
সহস্রধারা (Sahasradhara)	৮	মহেশ্বর	নর্মদা
গোকাক	৫৫	কর্ণাটক (বেলগাম)	গোকাক
কপিলধারা	২৩	মধ্যপ্রদেশ	নর্মদা
চিত্রকূট (ভারতের নায়াগ্রা)	৩০	ছত্রিশগড় (বাস্তার জেলা)	ইন্দ্রাবতী নদী

বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনা

পরিকল্পনার নাম	নদীর নাম	অবস্থান (রাজ্য)	অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
১.দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় ।)	দামোদর	ঝাড়খন্দ ও পঃ বঙ্গঃ	তিলাইয়া, মাইথন, কোনার, পাথেত বাঁধ, আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির অনুকরণে নির্মিত।
২.ভাকর-নাঙাল পরিকল্পনা	শতদ্রু নদী	পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মিলিত প্রয়াস	Highest straight gravity dam (৫১৮ মিটার লম্বা ও ২২৬ মিটার উঁচু)
৩.মহানদী/ইরাকুদ পরিকল্পনা	মহানদী	গুড়িশা	ইরাকুদ ভারতের দীর্ঘ্যতম বাঁধ (প্রায় ২৬ কিমি.)
৪.ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা	ময়ূরাক্ষী	ঝাড়খন্দ	কানাডা বাঁধ
৫.কংসাবতী প্রকল্প	কংসাবতী এবং এর উপনদী কুমারী	পশ্চিমবঙ্গ	প্রায় ৩.৫ লক্ষ হেক্টের জমিতে জলসেচ হয়।
৬.কোশী পরিকল্পনা (বন্যার কারণে একে বলা হয় 'বিহারের	কোশী	বিহার	নেপাল ও ভারতের যৌথ প্রয়াস

ভারতের ভূগোল

দুঃখ)			
৭.তিস্তা পরিকল্পনা	তিস্তা	পশ্চিমবঙ্গ	৯.২৩ লক্ষ জমিতে জলসেচ
৮.নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা	কৃষ্ণা	অন্ধপ্রদেশ	৮.৩ লক্ষ জমিতে জলসেচ
৯.গন্ডক পরিকল্পনা	গন্ডক	বিহার	বিহার ও উত্তরপ্রদেশে জলসেচ
১০.রিহান্দ পরিকল্পনা	রিহান্দ	উত্তরপ্রদেশ	ভারতের বৃহত্তম জলাধার নির্মাণ
১১.বিপাশা পরিকল্পনা	বিপাশা	পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান	বিপাশা ও শতদ্রু সংযোগ
১২.চম্বল পরিকল্পনা	চম্বল	রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ	প্রকল্পটির তিনটি পর্যায়
১৩.ফারাঙ্কা পরিকল্পনা	গঙ্গা	মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ)	প্রকল্প রূপায়ণে সার্থকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়
১৪.তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা	তুঙ্গভদ্রা কর্ণাটক	অন্ধপ্রদেশ	৯৯ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ
১৫.ভদ্রা পরিকল্পনা	ভদ্রা	কর্ণাটক	
১৬.কয়না পরিকল্পনা	কয়না	মহারাষ্ট্র	
১৭.তাপি/তাপ্তী পরিকল্পনা	তাপি	গুজরাট	
১৮.রামপদসাগর পরিকল্পনা	গোদাবরী	অন্ধপ্রদেশ	
১৯.কুণ্ডা পরিকল্পনা	কৃষ্ণানদী	তামিলনাড়ু	
২০.গোমতী পরিকল্পনা	গোমতী	ত্রিপুরা	
২১.উমিয়াম পরিকল্পনা	উমিয়াম	মেঘালয়	
২২.সর্দার সরোবর পরিকল্পনা	নর্মদা	গুজরাট	
২৩.টেহৰী পরিকল্পনা	ভাগীরথী ও ভীলগঙ্গা	উত্তরাখণ্ড	ভারতের উচ্চতম নদী-বাঁধ
২৪.ইডুকি পরিকল্পনা	পেরিয়ার নদী	কেরালা	
২৫.কাকরাপারা পরিকল্পনা	তাপ্তী নদী	গুজরাট	
২৬.নিজামসাগর পরিকল্পনা	মনজরা নদী	অন্ধপ্রদেশ	

ভারতের ভূগোল

ভারতের প্রধান প্রধান হৃদসমূহ

লবণাক্ত (জলের হৃদ)	অবস্থান ও বিশেষত্ব
১. অষ্টমুদী হৃদ (Astamudi)	কেরালার কোলাম জেলা
২. চিল্কা হৃদ (Chilka) প্রায় ১১৬০ বর্গ কিমি	ওড়িশা, ভারতের বৃহত্তম উপকূলীয় হৃদ (Brackish water lake) (Lagoon)
৩. পুলিকট হৃদ (Pulicat)	অঙ্গুপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর সীমান্তে অবস্থিত
৪. পংগং হৃদ (Pongong)	জম্বু-কাশ্মীরের লাদাখ অঞ্চলে অবস্থিত লবণাক্ত জলের হৃদ (৪,৩৫০ মিটার) অন্তর্দেশীয়
৫. সম্বর হৃদ (Sambhar)	জয়পুর(রাজস্থান)শহরের পশ্চিমে অবস্থিত(ভারতের বৃহত্তম)প্রায় ২০বর্গকিমি
৬. ভেম্বানাদ হৃদ (Vembanand)	কেরালার বৃহত্তম হৃদ
৭. ভীরানপুজহা (Veeranpuzha)	কোচিন (কেরালা)
৮. কালিভেলি (Kelivel)	ভিলুপপুরাম (তামিলনাড়ু) উপনীপীয় ভারতের বৃহত্তম জলাভূমি
৯. লোনার হৃদ (উচ্চ পতনের ফলে সৃষ্টি হৃদ জল ক্ষারীয় ও লবণাক্ত)	মহারাষ্ট্র
১০. প্যাংগং লেক	লাদাখ

স্বাদু জলের হৃদ	অবস্থান ও বিশেষত্ব
১. ভীমতাল (Bhimtal)	কুমায়ুন হিমালয়ের খান্দ শহরে
২. ভোজ (Bhoj)	ভোপাল (মধ্যপ্রদেশ) ভারতের সর্বাধিক দূষিত হৃদ
৩. চন্দ্রতাল (Chandra Tal)	হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পিতি জেলা
৪. ডাল হৃদ (Dal)	শ্রীনগর, চারটি বেসিনে বিভক্ত -সাগরিবাল, লোকাট ডাল, বোড ডাল ও নাগিন

ভারতের ভূগোল

৫.কোলেরু হ্রদ (Kolleru)	অন্ধপ্রদেশ, স্বাদু জলের হ্রদ
৬.লোকটাক হ্রদ (Loktak) ২৮৭ বর্গকিমি	মণিপুর
৭.উলার হ্রদ (Ullar) ২৫৯ বর্গকিমি	কাশ্মীর উপত্যকা
৮.নাকো হ্রদ (Nako)	কিম্বর জেলা (হিমাচল প্রদেশ)
৯.রেনুকা হ্রদ (Renuka)	সিয়ারমম জেলা (হিমাচল প্রদেশ)
১০.রূপকুণ্ড হ্রদ (Roopkunda) /Skeleton Lake	উত্তরাখণ্ড
১১.সাসথামকোটা হ্রদ (Sasthamkotta)	কোলাম জেলা (কেরালা)
১২.সাতা/সাততাল (Satta/Sat Tal)	ভীমতাল শহর (উত্তরাখণ্ড)
১৩.সুরাজ তাল (Suraj Tal)	বারালাচালা গিরিপথ (হিমাচল প্রদেশ)
১৪.সাংমো হ্রদ (Tsongmo)	সিকিম, শীতকালে জল জমে যায়
১৫.ভীরানাম হ্রদ (Vccranam)	কুদালোর জেলা (তামিলনাড়ু)
১৬.ভেমবানাটু হ্রদ (Vembanattu)	কোটাম, কুমারাকত পাথিরালয়

কৃত্রিম হ্রদ	অবস্থান ও বিশেষত্ব
১.হিমায়ুত সাগর (Himayut Sagar)	হায়দ্রাবাদ শহর
২.ওসমান সাগর (Osman)	হায়দ্রাবাদ শহর
৩.তাওয়া জলাশয় (Towa)	হোসেঙ্গাবাদ (মধ্যপ্রদেশ, নর্মদা নদীর ওপর)
৪.পুক্ষর হ্রদ (Pushkar)	আজমের জেলা (রাজস্থান)
৫.সুখনা হ্রদ (Sukna)	চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)



ভারতের ভূগোল

নদী ও বিবদমান রাজ্যসমূহ

নদী	বিবদমান রাজ্যসমূহ
১.কৃষ্ণা	মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক
২.গোদাবরী	মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ওড়িশা, কর্ণাটক
৩.কাবেরী	কেরালা, কর্ণাটক, তামিল নাড়ু, পুড়চেরি
৪.নর্মদা	রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা
৫.ইরাবতি ও বিপাশা	পাঞ্জাব ও হরিয়ানা
৬.মুল্লাপেরিয়ার	কেরালা ও তামিলনাড়ু

ভারতের বিভিন্ন শহরের বিশেষ পরিচিতি

শহরের নাম	বিশেষ পরিচিতি
১.আমেদাবাদ (গুজরাট)	ভারতের ম্যাঞ্জেস্টার/ভারতের বোস্টন
২.জয়পুর (রাজস্থান)	গোলাপী শহর/ভারতের প্যারিস
৩.মাদুরাই (তামিলনাড়ু)	দক্ষিণের কাশী
৪.মুম্বাই (মহারাষ্ট্র)	ভারতের প্রবেশদ্বারা/ভারতের হলিউড/সাতটি দ্বীপের শহর
৫.কোয়েম্বাটোর (তামিলনাড়ু)	দক্ষিন ভারতের ম্যাঞ্জেস্টার
৬.কোচি (কেরল)	আরব সাগরের রাণী/পূর্বের ভেনিস
৭.বেঙ্গলুরু (কর্ণাটক) ভারতের সিলিকন ভ্যালি/স্পেস শহর	বিজ্ঞান নগরী/ভারতের সুইজারল্যান্ড উদ্যান নগরী
৮.মণিপুর (অরুণাচল প্রদেশ)	Jewel of India
৯.নাগপুর (মহারাষ্ট্র)	কমলালেবুর শহর

ভারতের ভূগোল

১০.সুরাট (গুজরাট)	ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার
১১.হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্ডার্যাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)	যমজ শহর
১২.চন্দীগড় (পাঞ্জাব)	পরিকল্পিত নগরী
১৩.আলেপ্পি/আলাপপুজহা (কেরল)	প্রাচ্যের ভেনিস/পূর্বের ভেনিস
১৪.কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)	City of Joy/City of Castles/City of Buildings /City of Palaces
১৫.দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)	ভারতের রাঢ়
১৬.হাওড়া (পশ্চিমবঙ্গ)	ভারতের প্লাসগো
১৭.শিলিঙ্গড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)	উত্তর -পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার
১৮.নবদ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ)	বাংলার অক্ষফোর্ড (প্রচীনকালে)
১৯.উটি (তামিলনাড়ু)	ভারতের হিল স্টেশনের রানী
২০.শিলং (মেঘালয়)	পূর্বের স্কটল্যান্ড
২১.তুতিকোরিন (তামিলনাড়ু)	মুক্তানগরী
২২.উদয়পুর (রাজস্থান)	হৃদের শহর
২৩.কেরালা (রাজ্য)	মশলার বাগান ,God's own Country
২৪.প্রয়াগ (এলাহাবাদ)	ভগবানের বাসগৃহ

বন্দর পূর্ব উপকূল

বন্দরের নাম	বিশেষ পরিচিত
১.বিশাখাপত্নম	পূর্ব উপকূলের একমাত্র স্বাভাবিক বন্দর, Land locked Port, ডলফিন নোজ বন্দর।
২.কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)	পুনঃরঞ্জনি বন্দর (Entreport) , নদীবন্দর
৩.হলদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)	নদীবন্দর (হলদি নদী)
৪.ভি.ও. চিদম্বরম পোর্ট নিউতুতিকোরিন (তামিলনাড়ু)	শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক হয়, কৃত্রিম পোতাশ্রয়

ভারতের ভূগোল

৫.চেমাই (তামিলনাড়ু)	কৃত্রিম পোতাশ্রয়
৬.পারাদ্বীপ (ওড়িশা)	লোহা রপ্তানিকারক বন্দর, ভারতের মধ্য গভীরতম পোতাশ্রয়
৭.এন্নোর (তামিলনাড়ু)	স্বাভাবিক পোতাশ্রয়, ভারতের প্রথম করপোরেট বন্দর

পশ্চিম উপকূলের বন্দর

বন্দরের নাম	বিশেষ পরিচিতি
মুম্বাই (মহারাষ্ট্র – কোকণ উপকূল)	স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত, ভারতের প্রবেশপথ নামে পরিচিত।
কান্দালা /দীনদয়াল বন্দর (গুজরাত – কচ্ছ উপসাগর)	স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত, শুল্কমুক্ত বন্দর ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল।
মার্মাগাও (গোয়া)	স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত, লোহা রপ্তানিকারক বন্দর।
জওহরলাল নেহরু/নভসেবা (মহারাষ্ট্র – কোকণ উপকূল)	স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত, আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন বা 'Hi-tech' বন্দর।
কোচি (কেরল – মালাবার উপকূল)	স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত, 'আরব সাগরের রানি' নামে পরিচিত।
নিউ ম্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক – মালাবার উপকূল)	কৃত্রিম পোতাশ্রয়যুক্ত

ভারতের নদীর তীরে শহর- সমূহ

শহর	নদী	রাজ্য
আগ্রা	যমুনা	উত্তরপ্রদেশ

ভারতের ভূগোল

আমেদাবাদ	সবরমতি	গুজরাত
এলাহাবাদ	গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল	উত্তরপ্রদেশ
আলাওয়ে	পেরিয়ার	কেরালা
অমোধ্যা	সরযু	উত্তরপ্রদেশ
বদ্বীনাথ	গঙ্গোত্রী	উত্তরাখণ্ড
ভাগলপুর	গঙ্গা	বিহার
কলকাতা	হৃগলী	পশ্চিমবঙ্গ
কটক	মহানদী	ওড়িশা
দিল্লী	যমুনা	দিল্লী
ডিক্রংগড়	ব্ৰহ্মপুত্ৰ	আসাম
গুয়াহাটী	ব্ৰহ্মপুত্ৰ	আসাম
হরিদ্বার	গঙ্গা	উত্তরাখণ্ড
হাওড়া	হৃগলী	পশ্চিমবঙ্গ
হায়দ্রাবাদ	মুসি	অঙ্গপ্রদেশ
জামশেদপুর	সুবর্ণরেখা	বাড়িখণ্ড
কানপুর	গঙ্গা	উত্তরপ্রদেশ
লেহ	সিং	জম্বু ও কাশ্মীর

ভারতের ভূগোল

লক্ষ্মী	গোমতি	উত্তরপ্রদেশ
লুধিয়ানা	শতুগ্রহ	পাঞ্জাব
মথুরা	যমুনা	উত্তরপ্রদেশ
মেরাদাবাদ	রামগঙ্গা	উত্তরপ্রদেশ
মুসের	গঙ্গা	বিহার
নাসিক	গোদাবরী	মহারাষ্ট্র
পাটনা	গঙ্গা/শোন	বিহার
শ্রীনগর	বিলাম	জম্বু ও কাশ্মীর
সুরাত	তাঙ্গী	গুজরাত
তিরুচিরাপল্লি	কাবেরী	তামিলনাড়ু
উজ্জয়লিনী	শিথ্রা	মধ্যপ্রদেশ
বিজয়ওয়াড়	কৃষ্ণা	অন্ধ্রপ্রদেশ
বারানসী	গঙ্গা	উত্তরপ্রদেশ

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484



ভারতের ভূগোল

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহর

শহর	গুরুত্ব
আগ্রা (উত্তরপ্রদেশ)	তাজমহল, জুতো তৈরি
আম্বালা (হরিয়ানা)	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বিমানবাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
আমেদাবাদ (গুজরাত)	বন্স্র বয়ন কারখানা
আলিগড় (উত্তরপ্রদেশ)	তালা,কাঁচি ,ছুরি শিল্প, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়,
এলাহাবাদ (উত্তরপ্রদেশ)	হিন্দু, তীর্থস্থান, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সংযোগস্থলে, কুষ্মেলা, আনন্দ ভবন (নেহেরু পারিবারিক আবাস)
অমৃতসর (পাঞ্চাব)	স্বর্ণমন্দির, শিখদের পবিত্র শহর, তুলা এবং পশ্চমের কারখানা
আনন্দ (গুজরাত)	আমুল দুর্ঘশালা
ব্যাঙালোর (কর্ণাটক)	হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড; ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড; ভারতীয় দুর্ঘ গবেষণা প্রতিষ্ঠান; HMT কারখানা,বিমানপোত নির্মাণ কারখানা
বারাউনি (বিহার)	তেল পরিশোধনাগার
ভোপাল (মধ্যপ্রদেশ)	গ্যাস লিক দুর্ঘটনা-1984 (ইউনিয়ন কাৰ্বাইড); ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (BHEL)

ভারতের ভূগোল

শহর	গুরুত্ব
ফিরোজাবাদ (উত্তরপ্রদেশ)	কাঁচের ছড়ি
ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ)	বস্ত্র কারখানা, কৃতিম সিল্ক
জবলপুর (মধ্যপ্রদেশ)	বিড়ি, মৃত্তিকা শিল্প, লেঙ্গ, তন্ত শিল্প
নেপা নগর (মধ্যপ্রদেশ)	নিউজ প্রিন্ট তৈরির খারখানা
জয়পুর (রাজস্থান)	হাওড়া মহল; এর গোলাপি রং-এর জন্য একে 'গোলাপি শহর' বলা হয়
জামশেদপুর (বারখন্ড)	টাটা লোহা ও ইস্পাত কারখানা (TISCO)
জলন্ধর (পাঞ্চাব)	খেলার সামগ্রী
কানপুর (উত্তরপ্রদেশ)	শিল্পাঞ্চল, চামড়ার সামগ্রী, বস্ত্র বয়ন কারখানা, পশম কারখানা, বিমান উৎপাদন
ডালমিয়া নগর	সিমেন্ট প্রস্তুত শিল্প
লক্ষ্মৌ (উত্তরপ্রদেশ)	জৈব প্রযুক্তি শিল্প উদ্যান
লুধিয়ানা (পাঞ্চাব)	হোসিয়ারি দ্রব্য, সাইকেল, সেলাই মেশিন
মাদুরাই (তামিলনাড়ু)	তন্তজাত সিল্ক শাড়ী,
মীরাট (উত্তরপ্রদেশ)	কাঁচি এবং খেলার সামগ্রী
মেরাদাবাদ (উত্তরপ্রদেশ)	ব্রাশ নামক ধাতু দিয়ে তৈরি সামগ্রী
মাইসোর (কর্ণাটক)	চন্দন কাঠ নিঃস্ত তেল এবং বৃন্দাবন বাগান
পিমপ্রি (মহারাষ্ট্র)	পেনিসিলিন কারখানা
পিঝোর (হরিয়ানা)	HMT কারখানা, পিঝোর উদ্যান
রেনুকোট (উত্তরপ্রদেশ)	অ্যালুমিনিয়াম শিল্প
সোহরানপুর (উত্তরপ্রদেশ)	কাগজ প্রযুক্তির বিশ্ববিদ্যালয়
শোলাপুর (মহারাষ্ট্র)	তুলা বয়ন শিল্প
শ্রীহরিকোটা (অন্ধ্রপ্রদেশ)	উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র
সিংভূম (ঝাড়খণ্ড)	আকরিক তামা ও লোহা খনি

ভারতের ভূগোল

সিল্পি (বাড়খণ্ড)	সিল্পি সার কারখানা
সুরাট (গুজরাত)	বন্ধ বয়ন শিল্প
চিটাগড় (পশ্চিমবঙ্গ)	কাগজ শিল্প
ট্রিম্বে (মহারাষ্ট্র)	আনবিক শক্তি স্থাপন
ওয়ারাঙ্গাল (তেলেঙ্গানা)	কার্পেট, শতরঞ্জি এবং বয়ন কারখানা

ভারতের উপজাতি ও বাসস্থান

উপজাতি	বাসস্থান
আপাটমি(Apatamis)	অরুণাচল প্রদেশ
বাদাগাস (Badagas)	তামিলনাড়ু নীলগিরি
বৈগা (Baiga)	মধ্যপ্রদেশ
বাকারওয়ালস (Bakkarwals)	জম্বু ও কাশ্মীর
ভীল(Bhil) (জ্বাবিরিয়ান গোষ্ঠী)	মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান
ভুটিয়া (Bhutias)	উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল ও কুমার্যুন অঞ্চল
বীরহোড়(Birhors)	মধ্যপ্রদেশ
চেনচু(Chsnchus)	অন্ধপ্রদেশ ও ওড়িশা
গাদি(Gaddis)	হিমাচল প্রদেশ
গারো(Garos)	অসম ও মেঘালয়
গোড়(Gonds)	মধ্যপ্রদেশ ও বিহার
গুজ্জর(Gujjars)	জম্বু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ
জয়ন্তিয়া(Jaintias)	মেঘালয়
জারোয়া,সেন্টিনেলিস, ওঙ্গি, গ্রেট আন্দামানি, শোম্পেন	আন্দামান
নিকোবরী ও শোম্পেন	নিকোবর দ্বীপপুঁজি

ভারতের ভূগোল

খাস (khas)	উত্তরপ্রদেশ (জৌলসার)
খান্ড (Khonds)	ওড়িশা
খাসি (Khasia)	অসম ও মেঘালয়
কোল (Kol)	মধ্যপ্রদেশ
কোটা (Kotas)	তামিলনাড়ুর নীলগিরি পর্বত
কুকি (kuki)	মণিপুর
লাহুলা (Lahaulas)	হিমালয়ের লাহুল অঞ্চল
লেপচা (Lepchas)	সিকিম
লুসাই (Lushai)	ত্রিপুরা
মুরিয়া (Murias)	ছত্ৰিশগড়
মিরিক (Mirik)	অসম
মোপলা (Moplahs)	কেরলের মালারাব জেলা, মুসলিম
মুন্ডা (Munda)	বিহার
নাগা (Naga)	নাগাল্যাণ্ড
ওরাওঁ (Oarons)	বিহার ও ওড়িশা
সাঁওতালি (Santhals)	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা
টোডা (Toda)	তামিলনাড়ুর নীলগিরি পর্বত
উরালিস (Uralis)	কেরল
ওয়ারলিস (Warlis)	মহারাষ্ট্র
থারু (Tharu)	উত্তরাখণ্ড

ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলী ও তার উৎস

উৎসব	প্রদেশের নাম
কুচিপুড়ি(Classical), কোট্টম	অন্ধপ্রদেশ
ছৌ, গন্ঠীরা	পশ্চিমবঙ্গ

ভারতের ভূগোল

ডাণ্ডিয়া, গরবা	গুজরাট
ভারতনাট্যম(Classical), কোলাট্যম	তামিলনাড়ুর
কথক (Classical)	উত্তর ভারত
মোহিনীঅট্টম(Classical) , কথাকলি(Classical)	কেরল
ভাঙড়া, গিদ্দা	পাঞ্জাব
সত্রীয়া(Classical), বাণুরঞ্চা ,বিহু	আসাম
ফুগড়ি	গোয়া
নাতি	হিমাচল প্রদেশ
ধূমহল ,হিক্কত	জম্বু ও কাশ্মীর
ছাঁলো	নাগাল্যান্ড
ছেরাও	মিজোরাম
লাভনি	মহারাষ্ট্র
ঘুমর ,কালবেলিয়া কাচি ঘোড়ি	রাজস্থান
সিঙ্গ চাম	সিকিম
হোজাগিরি	ত্রিপুরা

The End

ABOUT OUR COURSES

WBCS PRELIMS-MAINS ADVANCE COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Advance Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Advance Course duration is 6 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 1000 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 20000 (EMI Available: 10000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS FOUNDATION COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Foundation Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Foundation Course duration is 12 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 500 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 35000 (EMI Available: 10000+5000+5000+5000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS PREMIUM COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Premium Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Premium Course duration is 12 months. And support will be provided till success.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 52000 (EMI Available: 20000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+2000)

WBCS PRELIMS-MAINS POSTAL COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Postal Course is a distance mode program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Postal Course duration is 1 month.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 15000 (EMI Available: 10000+5000)

Zero-Sum e-Library:

- Study material on five topics of five subjects in a PDF format per month.
- Five mock test per month.

Fees: 50/ month